Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্নের ধরন ৪ বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন

[৪টি প্রশ্ন থাকবে; সবগুলোর উত্তর দিতে হবে] ৬×৪ = ২৪

প্রথম অধ্যায় জলবায়ু পরিবর্তন

প্রশ্ন-১ আবহাওয়া বলতে কী বোঝায়? আবহাওয়ার উদাহরণ দাও। আবহাওয়ার হিসাব করতে ব্যবহার হয় এমন বিষয়গুলো উল্লেখ করো। ২+১+৩=৬

উত্তর: আবহাওয়া বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতাকে বোঝায়।

আগামীকাল দুপুরবেলা আকাশ মেঘলা থাকবে এবং রাতে বৃষ্টি হতে পারে; এ ধরনের পূর্বাভাস প্রদান আবহাওয়ার উদাহরণ।

আবহাওয়ার হিসাব করতে ব্যবহার হয় এমন বিষয়গুলো হলো— ১. নির্দিষ্ট কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা, ২. বৃষ্টিপাত এবং ৩. আর্দ্রতা।

প্রশ্ন-২ জলবায়ু কাকে বলে? তোমার এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ও পরিবেশ সংরক্ষণে তোমার চারটি করণীয় লেখো। ২+৪=৬

[প্রথম প্রান্তিক মূল্যায়ন, চাঁদপুর সদর]

উত্তর: কোনো স্থানের ৩০-৩৫ বছরের বায়ুর তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা ইত্যাদির গড় মানের হিসাবকে জলবায়ু বলে। আমার এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন রোধে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে আমার চারটি করণীয় হলো—

১. জলবায়ু পরিবর্তন রোধে আমি জ্বালানির প্রয়োজন মেটানোর জন্য পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য বিভিন্ন শক্তি ব্যবহার করব।
২. প্লাস্টিক ও পলিথিনজাতীয় দ্রব্য পরিবেশ দূষিত করে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটায় বলে এ ধরনের দ্রব্য ব্যবহার করব না।
৩. পরিবেশ সংরক্ষণে আমি বাড়ির চারপাশে, বিদ্যালয়ের আঙিনায়, রাস্তার পাশে গাছ লাগাবো।
৪. যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবো, যাতে আশেপাশের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে।

প্রশ্ন-৩ সাধারণত কত বছরের আবহাওয়ার ভিত্তিতে জলবায়ুর হিসাব করা হয়? বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন দ্রুত হচ্ছে কেন? জলবায়ু পরিবর্তনের চারটি মানবসৃষ্ট কারণ লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: সাধারণত ৩০-৩৫ বছরের আবহাওয়ার ভিত্তিতে জলবায়ুর হিসাব করা হয়। মূলত মানবসৃষ্ট কারণে বর্তমানে জলবায়ুর পরিবর্তন দ্রুত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের চারটি মানবসৃষ্ট কারণ হলো—

১. কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানির অতিরিক্ত ব্যবহার।
২. শিল্পকারখানা ও যানবাহনের গ্যাস এবং ধোঁয়া।
৩. ইটভাটার ধোঁয়া।
৪. অবাধে বনভূমি উজাড় করে গাছপালা কাটা।

প্রশ্ন-৪ জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী মানবসৃষ্ট এমন একটি কারণ লেখো। এ পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর ওপর যেসব ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে তার একটি তালিকা তৈরি করো। ১+৫=৬

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী মানবসৃষ্ট এমন একটি কারণ হলো— বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি, যেমন— কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদির অতিরিক্ত ব্যবহার। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর ওপর যেসব ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়া।
২. দুই মেরুর বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়া।
৩. বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিধস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হওয়া।
৪. লবণাক্ত পানি প্রবেশের কারণে উপকূলীয় কৃষিজমির ক্ষতি হওয়া।
৫. ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া।

প্রশ্ন-৫ প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশংকা বেড়ে যায় কেন? পাঁচটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের নাম লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তন বেশি হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশংকা বেড়ে যায়। পাঁচটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো—

১. বন্যা, ২. খরা, ৩. ঘূর্ণিঝড়, ৪. জলোচ্ছ্বাস ও ৫. ভূমিধস।

প্রশ্ন-৬ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে কেন? এ ঘটনা ক্রমাগত ঘটতে থাকলে যেসব ক্ষতি হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো লেখো। ২+৪=৬

উত্তর: পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে দুই মেরুর বরফ গলার কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে যেসব ক্ষতি হবে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—

১. লবণাক্ত পানি প্রবেশ করে উপকূলীয় কৃষিজমির ক্ষতি করবে।
২. অনেক এলাকা স্থায়ীভাবে পানির নিচে তলিয়ে যাবে।
৩. খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হবে।
৪. সুপেয় পানির অভাব দেখা দিবে।

প্রশ্ন-৭ জলবায়ু পরিবর্তন রোধে করণীয় সম্পর্কে লেখো। ৬

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তন রোধে করণীয় হলো—

১. বাড়ির চারপাশে, বিদ্যালয়ের আঙিনায়, রাস্তার পাশে গাছ লাগানো।
২. বিদ্যুৎসাশ্রয়ী পণ্য ব্যবহার করা।
৩. অপ্রয়োজনে বিদ্যুৎ ব্যবহার না করে সাশ্রয় করা।
৪. দৈনন্দিন জীবনে জীবাশ্ম জ্বালানি যতোটা সম্ভব কম ব্যবহার করা।
৫. প্লাস্টিক ও পলিথিনজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার না করা।
৬. পানির স্রোত, বাতাস, সূর্যের আলো ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করা।

প্রশ্ন-৮ পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য তুমি করতে চাও এমন কাজের একটি তালিকা তৈরি করো। ৬

উত্তর: পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আমি করতে চাই এমন কিছু কাজ হলো—

১. বাড়ির চারপাশে, বিদ্যালয়ের আঙিনায়, রাস্তার পাশে গাছ লাগাবো।
২. প্রয়োজনে গাছ কাটলে আবার সেখানে নতুন গাছ লাগিয়ে দিবো।
৩. ইচ্ছামতো পাহাড়, গাছপালা কাটব না এবং বনভূমির ক্ষতি হয় এমন যেকোনো কাজ থেকে বিরত থাকব।
৪. প্লাস্টিক ও পলিথিনজাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করব না।
৫. দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের পরিমাণ কমাবো।
৬. সর্বোপরি পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব অন্যদের বোঝাবো, যাতে তারা পরিবেশ নষ্ট হয় এমন কিছু না করে।

দ্বিতীয় অধ্যায় আমরা মানুষ

প্রশ্ন-৯ বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলতে কাদেরকে বোঝায়? এ ধরনের শিশুরা আক্রান্ত এমন দুইটি প্রতিবন্ধিতার নাম লেখো। এমন শিশুদের সাথে করণীয় সম্পর্কে লেখো। ১+২+৩=৬

উত্তর: বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু বলতে যেসব শিশুর দেখা, শোনা বা অন্য যেকোনো শারীরিক-মানসিক সমস্যা আছে তাদেরকে বোঝায়। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা আক্রান্ত এমন দুইটি প্রতিবন্ধিতা হলো— ক. দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা ও খ. বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা।

বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের সাথে করণীয় হলো—

১. চলাফেরা ও অন্যান্য কাজে সহযোগিতা করা।
২. চাহিদাভিত্তিক শিখন উপকরণ সরবরাহ করা।
৩. বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক আচরণ করা।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-১০ দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা কী? এ ধরনের সমস্যাগ্রস্তদের প্রয়োজন হয় এমন বিষয়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করো। ১+৫=৬

উত্তর: ছোটো ও দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হওয়া কিংবা অনেক সময় কিছুই দেখতে না পাওয়াই হচ্ছে দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা। দৃষ্টি সমস্যাগ্রস্তদের প্রয়োজন হয় এমন বিষয়গুলো হলো—

১. উপযুক্ত চশমা।
২. শ্রেণিকক্ষে বড়ো লেখা ও উপকরণ ব্যবহার।
৩. শ্রেণিকক্ষে সামনে বসার ব্যবস্থা।
৪. দেখানোর সাথে সাথে মুখে বলে দেওয়া বা শোনার ব্যবস্থা করা।
৫. চাহিদাভিত্তিক শিখন উপকরণ।

প্রশ্ন-১১ জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে পঞ্চম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীর দূরের জিনিস দেখতে অসুবিধা হয়। উক্ত শিক্ষার্থী কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত? তার মতো শিশুদের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করো। ১+৫=৬

উত্তর: প্রশ্নে উল্লেখিত শিক্ষার্থী দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত। উক্ত শিক্ষার্থীর মতো সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের প্রয়োজন এমন বিষয়গুলো হলো—

১. উপযুক্ত চশমা ব্যবহার।
২. শ্রেণিকক্ষে বড়ো লেখা ও উপকরণ ব্যবহার।
৩. শ্রেণিকক্ষে সামনে বসার ব্যবস্থা।
৪. দেখানোর সাথে সাথে মুখে বলে দেওয়া বা শোনার ব্যবস্থা করা।
৫. চাহিদাভিত্তিক শিখন উপকরণ সরবরাহ।

প্রশ্ন-১২ অটিস্টিক শিশুদের তিনটি বৈশিষ্ট্য লেখো। এ ধরনের শিশুর সাথে তুমি কীরূপ ব্যবহার করবে তা তিনটি বাক্যে লেখো। ৩+৩=৬

উত্তর: অটিস্টিক শিশুদের তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. কথা বলার সময় চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে না।
২. একই কাজ একটানা করতে থাকে।
৩. একটি নির্দিষ্ট বস্তুর প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকে।

অটিস্টিক শিশুদের সাথে আমি যেরূপ ব্যবহার করব তা তিনটি বাক্যে লেখা হলো—

১. আমি এ ধরনের শিশুকে কখনও বিরক্ত করব না।
২. তারা উত্তেজিত হয়ে যায় কখনও এমন আচরণ করব না।
৩. তাদের সাথে সবসময় বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করব।

প্রশ্ন-১৩ অটিস্টিক কী? এ ধরনের শিশুর দুইটি বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রতি তিনটি করণীয় লেখো। ১+২+৩=৬

উত্তর: অটিস্টিক মস্তিষ্কের একটি বিকাশগত সমস্যা। অটিস্টিক শিশুর দুইটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. একই কাজ একটানা করতে থাকে।
২. দলে কাজ করতে অসুবিধা হয়।

অটিস্টিক শিশুর প্রতি তিনটি করণীয় হলো—

১. তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা।
২. কথা বলার সময় জটিল শব্দ ব্যবহার না করা।
৩. তারা রেগে যায় এবং কষ্ট পায় এমন আচরণ না করা।

প্রশ্ন-১৪ বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুদের তিনটি বৈশিষ্ট্য এবং তাদের প্রতি তিনটি করণীয় লেখো। ৩+৩=৬

উত্তর: বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুদের তিনটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. অনেক সময় নিয়ে কাজ করা;
২. তার বয়সের চেয়ে ছোটো শিশুদের মতো আচরণ করা;
৩. কোনো কিছু গুছিয়ে ব্যাখ্যা করতে অসুবিধা হওয়া।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতায় আক্রান্ত শিশুদের প্রতি তিনটি করণীয় হলো—

১. আলাদা ও অতিরিক্ত সময় প্রদান করা;
২. তাদের মনোভাব বুঝে সাড়া দেওয়া;
৩. তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও সহযোগিতামূলক আচরণ করা।

প্রশ্ন-১৫ কারা শ্রবণ প্রতিবন্ধী? এ ধরনের সমস্যাগ্রস্তদের জন্য পাঁচটি করণীয় লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: যাদের শুনতে অসুবিধা হয় কিংবা একেবারেই শুনতে পারে না অথবা কানে কম শোনে তারা শ্রবণ প্রতিবন্ধী। শ্রবণ সমস্যাগ্রস্তদের জন্য পাঁচটি করণীয় হলো—

১. কথা বলার সময় ইশারা ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে বোঝানো।
২. কোনো নির্দেশনা মুখে বলার সাথে সাথে লিখে দেওয়া।
৩. চিত্র বা ভিডিয়ো দেখানো।
৪. শ্রেণিকক্ষের সামনে বসতে দেওয়া।
৫. চাহিদাভিত্তিক শিখন উপকরণ সরবরাহ করা।

প্রশ্ন-১৬ তোমার বন্ধু শ্রবণ ও বাক সমস্যাগ্রস্ত। তুমি কীভাবে তাকে সহযোগিতা করবে? ৬

উত্তর: শ্রবণ ও বাক সমস্যাগ্রস্ত আমার বন্ধুকে আমি যেভাবে সহযোগিতা করব—

১. তার সাথে কথা বলার সময় ইশারা ও অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করব।
২. তাকে কোনো নির্দেশনা দিতে হলে মুখে বলার সাথে সাথে লিখে দিবো।
৩. তাকে শ্রেণিকক্ষে সামনের বেঞ্চে বসতে দিবো।
৪. তার সাথে আমি ধীরগতিতে কথা বলব, যাতে সে সহজেই বুঝতে পারে।
৫. মনোযোগের সাথে তাকে বোঝার চেষ্টা করব।
৬. তার সাথে ভালো আচরণ করব এবং তাকে রাগাবো না।

প্রশ্ন-১৭ সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ কাকে বলে? এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির পাঁচটি ক্ষেত্র লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: যে ধরনের শিখন পরিবেশে ছেলেমেয়ে সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে তাকে সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ বলে। সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ সৃষ্টির পাঁচটি ক্ষেত্র হলো—

১. বাসায় ছেলেমেয়ের পড়াশোনার বিষয়ে বাবা-মায়ের অংশগ্রহণ এবং সমান গুরুত্ব প্রদান।
২. শ্রেণিকক্ষে ছেলেমেয়ের মিলেমিশে দলগতভাবে অংশগ্রহণ।
৩. বিদ্যালয়ের আঙিনা পরিষ্কার বা বাগান পরিচর্যায় ছেলেমেয়ের মিলেমিশে অংশগ্রহণ।
৪. শ্রেণি দলনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে উভয়কেই সমান গুরুত্ব প্রদান।
৫. বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়ে উভয়েরই খেলাধুলার ব্যবস্থা থাকা।

প্রশ্ন-১৮ সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৬

উত্তর: সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশের গুরুত্ব হলো—

১. ছেলেমেয়েরা নিজেদেরকে যেকোনো প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে প্রস্তুত করতে পারে।
২. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপযোগী কাজ মিলেমিশে করায় কাজের পরিবেশ সুন্দর হয়।
৩. ছেলেমেয়েদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ তৈরি হয়।
৪. সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশে কেউ নিজেকে অবহেলিত মনে করে না।
৫. ছেলেমেয়ে উভয়েই আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে।
৬. ছেলেমেয়ের মধ্যে সমঅংশগ্রহণ, সমঅধিকার এবং সমমর্যাদা নিশ্চিত হয়।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

তৃতীয় অধ্যায় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

প্রশ্ন-১৯ বাংলাদেশে বসবাসকারী কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা 'আচিক' ভাষায় কথা বলেন? উক্ত নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের বিশেষভাবে তৈরি করা ঘরের নাম কী? নৃগোষ্ঠীটির সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, পোশাক সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: বাংলাদেশে বসবাসকারী গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা 'আচিক' ভাষায় কথা বলেন। গারোদের বিশেষভাবে তৈরি করা ঘরের নাম 'নকমান্দি'। গারোদের সমাজব্যবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও পোশাক সম্পর্কে চারটি বাক্য হলো—

১. গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক।
২. গারোদের আদি ধর্মের নাম 'সাংসারেক'।
৩. গারো নারীরা 'দকবান্দা' ও 'দকসারি' নামক ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেন।
৪. অন্যদিকে গারো পুরুষরা শার্ট, গেঞ্জি, লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি পরিধান করেন।

প্রশ্ন-২০ গারো সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক বলা হয় কেন? এ নৃগোষ্ঠীর খাবার, পোশাক ও উৎসব সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখো। ২+৪=৬

উত্তর: গারো সমাজে মায়ের গোত্রের দিক থেকে সন্তানদের বংশপরিচয় ও উত্তরাধিকার নির্ণয় করা হয়। এ কারণে গারো সমাজকে 'মাতৃতান্ত্রিক' বলা হয়। গারোদের খাবার, পোশাক ও উৎসব সম্পর্কে চারটি বাক্য হচ্ছে—

১. গারোদের প্রধান খাবার ভাত, মাছ, মাংস ও বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি।
২. গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম 'দকবান্দা' ও 'দকসারি'।
৩. গারো পুরুষেরা শার্ট, গেঞ্জি, লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি পরিধান করেন।
৪. গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের নাম 'ওয়ানগালা'।

প্রশ্ন-২১ গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য লেখো। ৬

উত্তর: গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হলো—

১. গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক।
২. গারোদের আদি ধর্ম সাংসারেক হলেও বর্তমানে বেশিরভাগ গারো খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী।
৩. গারোরা ভাত, মাছ, মাংস এবং বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি খেতে পছন্দ করে।
৪. গারো নারীরা 'দকবান্দা' ও 'দকসারি' নামক ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেন এবং পুরুষরা শার্ট, গেঞ্জি, লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি পরিধান করেন।
৫. গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের নাম 'ওয়ানগালা'।
৬. 'ওয়ানগালা' উৎসবে গারোরা দেবতা সালজং-এর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ নতুন শস্য উৎসর্গ করে।

প্রশ্ন-২২ কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা 'সালজং' নামক দেবতার প্রতি নতুন শস্য উৎসর্গ করে? উক্ত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা 'সালজং' নামক দেবতার প্রতি নতুন শস্য উৎসর্গ করে। গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাথে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য নিম্নরূপ—

১. গারো সমাজ মাতৃতান্ত্রিক হলেও বাঙালি সমাজ পিতৃতান্ত্রিক।
২. একসময়ে 'সাংসারেক' ধর্মের অনুসারী হলেও বর্তমানে বেশিরভাগ গারো খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। অন্যদিকে বাঙালিরা প্রধানত ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্ট এ চার ধর্মাবলম্বী।
৩. গারোদের নিজস্ব ভাষার নাম 'আচিক' বা গারো ভাষা। অন্যদিকে বাঙালিরা বাংলা ভাষায় কথা বলে।
৪. গারো নারী-পুরুষ দকবান্দা, দকসারি, শার্ট, গেঞ্জি, লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি পরেন। আর বাঙালি নারী-পুরুষের প্রধান পোশাক হচ্ছে পাঞ্জাবি-পায়জামা, শার্ট-প্যান্ট, লুঙ্গি, গেঞ্জি, শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, ফ্রক, বোরকা ইত্যাদি।
৫. বাংলা নববর্ষ, নবান্ন উৎসব, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি বাঙালিদের প্রধান সামাজিক উৎসব। অন্যদিকে গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসব হচ্ছে 'ওয়ানগালা'।

প্রশ্ন-২৩ খাসি জনগোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের গ্রামকে কী বলে? তাদের জীবনধারা সম্পর্কে লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: খাসি জনগোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের গ্রামকে 'পুঞ্জি' বলে। খাসিদের জীবনধারা নিম্নরূপ—

১. খাসি সমাজ মাতৃতান্ত্রিক।
২. তারা প্রচুর পান ও সুপারি চাষ করেন।
৩. খাসিদের ভাষার নাম 'মনখেমে'।
৪. তারা বিভিন্ন দেবতার পূজা করেন।
৫. বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উপলক্ষ্যে খাসিরা 'খাসি সেং কুটস্নেম' উৎসব পালন করে।

প্রশ্ন-২৪ খাসিদের ভাষার নাম কী? তাদের ধর্ম সম্পর্কে দুইটি এবং সমাজ সম্পর্কে তিনটি তথ্য লেখো। ১+২+৩=৬

উত্তর: খাসিদের ভাষার নাম 'মনখেমে'। খাসিদের ধর্ম সম্পর্কে দুইটি তথ্য হলো—

১. খাসিরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করেন।
২. খাসিদের প্রধান দেবতা উব্লাই নাংথউ।

খাসিদের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে তিনটি তথ্য হলো—

১. খাসি জনগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক।
২. তারা গ্রামকে 'পুঞ্জি' বলে।
৩. খাসি নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।

প্রশ্ন-২৫ কোন নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা 'ফুংগ মারুং' নামক পোশাক পরে? নৃগোষ্ঠীটি বাংলাদেশের কোথায় বসবাস করে? উক্ত নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাথে গারো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির তুলনা করো। ১+১+৪=৬

উত্তর: খাসি নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা 'ফুংগ মারুং' নামক পোশাক পরে। খাসি নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে। খাসি নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির সাথে গারো জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির তুলনামূলক কিছু বিষয় হলো—

১. খাসি এবং গারো উভয় নৃগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থাই মাতৃতান্ত্রিক।
২. খাসি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার নাম 'মনখেমে'। অন্যদিকে গারো নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষার নাম 'আচিক'।
৩. খাসি নারীরা 'কাজিম পিন' নামক ব্লাউজ ও লুঙ্গি পরেন। অপরদিকে গারো নারীরা 'দকবান্দা' ও 'দকসারি' নামের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করেন।
৪. খাসি নৃগোষ্ঠী বিভিন্ন দেবতার পূজা করে। তাদের প্রধান দেবতার নাম 'উব্লাই নাংথউ'। অন্যদিকে গারোদের আদি ধর্ম সাংসারেক হলেও বর্তমানে বেশিরভাগ গারো খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী।

প্রশ্ন-২৬ ওঁরাও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করে এমন তিনটি জেলার নাম লেখো। নৃগোষ্ঠীটির প্রধান দেবতার নাম কী? তাদের ঘরের দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। ৩+১+২=৬

উত্তর: ওঁরাও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বসবাস করে এমন তিনটি জেলার নাম হলো— রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর। ওঁরাওদের প্রধান দেবতার নাম 'ধার্মেশ'। ওঁরাওদের ঘরের দুটি বৈশিষ্ট্য হলো—

১. ওঁরাওদের অধিকাংশ ঘর আকৃতিতে ছোটো ও চারচালা বিশিষ্ট হয়।
২. ওঁরাওদের ঘরের দেয়াল সাধারণত মাটি এবং ছাউনি ছন ও খড় দিয়ে তৈরি করা হয়।

প্রশ্ন-২৭ ওঁরাও জনগোষ্ঠীর প্রধান খাবার কী? তাদের ভাষার নাম কী? এদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: ওঁরাওদের প্রধান খাবার 'ভাত'। তাদের ভাষার নাম কুড়ুখ ও সাদরি। ওঁরাওদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চারটি বাক্য হলো—

১. ওঁরাও সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক।
২. তাদের প্রধান দেবতার নাম 'ধার্মেশ'।
৩. ওঁরাওদের প্রধান উৎসব 'কারাম' ভাদ্র মাসে পালন করা হয়।
৪. ওঁরাওরা তাদের ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র নিজেরাই তৈরি করে।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-২৮ ম্রো নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের কোথায় বসবাস করে? তারা কীভাবে জীবনধারণ করে? বর্তমানে এ জনগোষ্ঠী ফলজ বাগাননির্ভর হয়ে পড়েছে কেন? এ নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখো। ১+১+১+৩=৬

উত্তর: ম্রো নৃগোষ্ঠী বাংলাদেশের বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বসবাস করে। ম্রোরা জুম চাষ করে জীবনধারণ করে। বর্তমানে জুম চাষের সুবিধা কমে যাওয়ায় ম্রোরা ফলজ বাগাননির্ভর হয়ে পড়েছে। ম্রো নৃগোষ্ঠীর ধর্মীয় বিশ্বাস ও খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে তিনটি বাক্য হলো—

১. ম্রোরা প্রকৃতিপূজারি এবং বৌদ্ধধর্মের অনুসারী।
২. বর্তমানে অনেক ম্রো নতুন প্রবর্তিত ধর্ম 'ক্রামা' এবং খ্রিস্টধর্ম পালন করছে।
৩. ম্রোদের প্রধান খাবার ভাত, শাকসবজি, শুঁটকি ও বিভিন্ন ধরনের মাছ-মাংস।

প্রশ্ন-২৯ কোন নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যরা রান্না করার জন্য 'নাপ্পি' ব্যবহার করে? তারা সৃষ্টিকর্তাকে কী নামে ডাকে? তাদের পোশাক ও উৎসব সম্পর্কে লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: ম্রো নৃগোষ্ঠীর সদস্যরা রান্না করার জন্য 'নাপ্পি' ব্যবহার করে। ম্রোরা সৃষ্টিকর্তাকে 'থোরাই' নামে ডাকে। ম্রোদের পোশাক ও উৎসব সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো—

১. ম্রো পুরুষরা 'দংকের' নামক খাটো সাদা পোশাক বা লেংটি পরে।
২. ম্রো নারীরা 'ওয়াংক্লাই' নামের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরিধান করে।
৩. ম্রোরা বর্ষবরণের জন্য 'চাংক্রান' উৎসব পালন করে।
৪. এছাড়া জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ম্রোরা বিভিন্ন আচার উৎসব পালন করে।

প্রশ্ন-৩০ সাঁওতালদের প্রধান উৎসবের নাম কী? নৃগোষ্ঠীটির সাথে ম্রো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা করো। ১+৫=৬

উত্তর: সাঁওতালদের প্রধান উৎসবের নাম 'সোহরাই'। সাঁওতালদের সাথে ম্রো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনা নিম্নরূপ—

১. সাঁওতাল এবং ম্রো উভয় নৃগোষ্ঠীর সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক।
২. সাঁওতালদের প্রধান পেশা কৃষি। অন্যদিকে ম্রোরা একসময় জুম চাষ করে জীবনধারণ করলেও বর্তমানে ফলজ বাগাননির্ভর হয়ে পড়েছে।
৩. সাঁওতালদের নিজস্ব ভাষার নাম 'সাঁওতাল' ভাষা। আর ম্রোদের ভাষার নাম 'ম্রো'।
৪. সাঁওতালদের প্রধান খাবার ভাত, মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদি। অন্যদিকে ম্রোদের প্রধান খাবার ভাত, শাকসবজি, শুঁটকিমাছ, বিভিন্ন ধরনের মাছ-মাংস ইত্যাদি।
৫. সাঁওতালরা প্রকৃতিপূজারি ও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করেন। অন্যদিকে ম্রোরাও প্রকৃতিপূজারি এবং বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। তবে বর্তমানে ম্রোদের অনেকেই নতুন প্রবর্তিত ধর্ম 'ক্রামা' এবং খ্রিস্টধর্ম পালন করে।

প্রশ্ন-৩১ সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে ছয়টি বাক্য লেখো। ৬

উত্তর: সাঁওতাল নৃগোষ্ঠীর জীবনধারা সম্পর্কে ছয়টি বাক্য হলো—

১. সাঁওতাল নৃগোষ্ঠী পিতৃতান্ত্রিক।
২. তাদের প্রধান পেশা কৃষি হলেও মাছ ধরা, চা বাগানের কাজ, কুটির শিল্পসহ আরও নানা ধরনের কাজ করে থাকেন।
৩. সাঁওতালরা প্রকৃতিপূজারি ও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করেন।
৪. সাঁওতাল নারীরা 'পানচি' ও 'পাড়হাট' নামের দুই খণ্ডের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেন।
৫. সাঁওতাল পুরুষরা আগে ধুতি পরলেও বর্তমানে লুঙ্গি, গেঞ্জি ও শার্ট পরেন।
৬. সাঁওতালরা ফসল তোলার পর পৌষ মাসে 'সোহরাই' উৎসব পালন করেন।

প্রশ্ন-৩২ বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী সম্পর্কে জানা প্রয়োজন কেন? ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর প্রতি তোমাদের যেরূপ আচরণ করা উচিত সে সম্পর্কে লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: বাংলাদেশে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার জন্য তাদের সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর প্রতি আমাদের আচরণ যেরূপ হওয়া উচিত—

১. তাদের সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য, জীবনধারার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।
২. তাদের সবার সাথে বৈষম্যহীন আচরণ করা।
৩. সমাজ এবং রাষ্ট্রে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা।
৪. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর নিজস্ব উৎসব, পোশাক, খাদ্যাভ্যাস, রীতিনীতি সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন না করা।
৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর প্রয়োজনের সময় পাশে দাঁড়ানো এবং সহযোগিতা করা।

চতুর্থ অধ্যায় আমাদের স্মরণীয় নেতা

প্রশ্ন-৩৩ এ কে ফজলুল হক কত সালে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তার শিক্ষাজীবন সম্পর্কে লেখো। ২+৪=৬

উত্তর: এ কে ফজলুল হক ১৮৭৩ সালে বর্তমান বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। এ কে ফজলুল হকের শিক্ষাজীবন নিম্নরূপ—

১. এ কে ফজলুল হক বরিশাল জিলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স বা এসএসসি পাশ করেন।
২. তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফএ বা এইচএসসি এবং বিএ (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
৩. শেরে বাংলা ১৮৯৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত শাস্ত্রে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।
৪. এরপর তিনি ১৮৯৭ সালে কলকাতার 'ইউনিভার্সিটি ল কলেজ' থেকে বিএল ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রশ্ন-৩৪ 'শেরে বাংলা'র পুরো নাম কী? তাঁকে কেন 'শেরে বাংলা' উপাধি দেওয়া হয়েছে? একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর তিনটি অবদান লেখো। ১+২+৩=৬

উত্তর: শেরে বাংলার পুরো নাম আবুল কাশেম ফজলুল হক। অবিভক্ত বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ে এ কে ফজলুল হক সাহসিকতা এবং দৃঢ় মনোভাব দেখিয়েছিলেন। এ কারণে তাঁকে 'বাংলার বাঘ' বা 'শেরে বাংলা' উপাধি দেওয়া হয়। একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের তিনটি অবদান হলো—

১. এ কে ফজলুল হক 'কৃষক-প্রজা পার্টি' নামক রাজনৈতিক দল গঠন করেন;
২. তিনি জমিদারি ব্যবস্থা বাতিল করে কৃষকদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করেন;
৩. শেরে বাংলা মহাজনদের ঋণের অত্যাচার থেকে কৃষকদের বাঁচানোর জন্য 'ঋণ সালিশি বোর্ড' গঠন করেছিলেন।

প্রশ্ন-৩৫ আসামের ভাসানচর এলাকার মানুষ কোন নেতাকে 'ভাসানী' উপাধি দিয়েছিল? তারা উক্ত নেতাকে এ উপাধি দিয়েছিল কেন? এ নেতার রাজনৈতিক অবদান লেখো। ১+২+৩=৬

উত্তর: আসামের ভাসানচর এলাকার মানুষ মওলানা আবদুল হামিদ খানকে 'ভাসানী' উপাধি দিয়েছিল। মওলানা ভাসানী আসামের ঘাগমারায় ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাসানচরে বন্যার কবল থেকে বাঙালি কৃষকদের রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে একটি বাঁধ নির্মাণ করেন। তাঁর এ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ভাসানচরের জনসাধারণ তাঁকে 'ভাসানী' উপাধি দিয়ে সম্মান জানায়। মওলানা আবদুল হামিদ খানের রাজনৈতিক অবদান হলো—

১. মওলানা ভাসানী সারাজীবন নির্যাতিত মানুষের জন্য কাজ করেছেন।
২. মওলানা ভাসানী একাধিক রাজনৈতিক দল গঠন করেন।
৩. তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৩৬ 'মজলুম জননেতা' বলা হয় কাকে? তাঁকে 'মজলুম জননেতা' বলা হয় কেন? উক্ত নেতার জীবন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করো। ১+১+৪=৬

উত্তর: মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে 'মজলুম জননেতা' বলা হয়। 'মজলুম' শব্দের অর্থ নির্যাতিত বা নিপীড়িত। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সারাজীবন নির্যাতিত মানুষের জন্য কাজ করে বহুবার জেল খেটেছেন। এজন্য মওলানা ভাসানীকে 'মজলুম জননেতা' বলা হয়। মওলানা ভাসানীর জীবন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো—

১. মওলানা ভাসানী ১৮৮০ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার ধনপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
২. মওলানা ভাসানী ইংরেজদের বিরুদ্ধে অনেক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন।
৩. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে মওলানা ভাসানী অনেক অবদান রেখেছেন।
৪. ভারতের ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে মওলানা ভাসানী ফারাক্কা অভিমুখে 'লং মার্চ' কর্মসূচি দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন-৩৭ হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কত সালে এবং কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো বর্ণনা করো। ২+৪=৬

উত্তর: হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ১৮৯২ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর রাজনৈতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো—

১. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নাবিক, রেল কর্মচারী, পাটকল ও সুতাকল কর্মচারী, রিকশাচালক, গাড়িচালক প্রভৃতি মেহনতি মানুষের প্রায় ৩৬টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন।
২. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র, বাংলা প্রাদেশিক সরকারের শ্রমমন্ত্রী, সরবরাহ মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
৩. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করা 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী প্রধান ভূমিকা পালন করেন।
৪. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল হয়ে পাকিস্তানে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারে সোহ্‌রাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রশ্ন-৩৮ জনাব 'ক' হিন্দু-মুসলিমের মিলন ও সংহতি রক্ষায় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। জনাব 'ক'-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা কে? তিনি কত সালে জন্মগ্রহণ করেন? রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর চারটি অবদান লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: জনাব 'ক'-এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা হলেন হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী। তিনি ১৮৯২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। রাজনৈতিক নেতা হিসেবে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর চারটি অবদান হলো—

১. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী নাবিক, রেল কর্মচারী, পাটকল ও সুতাকল কর্মচারী, রিকশাচালক, গাড়িচালক প্রভৃতি মেহনতি মানুষের প্রায় ৩৬টি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে তোলেন।
২. তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র, বাংলা প্রাদেশিক সরকারের শ্রমমন্ত্রী, সরবরাহ মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
৩. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী মুসলিম লীগেরও গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন।
৪. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

প্রশ্ন-৩৯ তোমার পাঠ্যবইয়ে আলোচিত ইতিহাসে স্মরণীয় নেতাদের জীবনী থেকে যে আদর্শ তুমি গ্রহণ করবে তা বর্ণনা করো। ৬

উত্তর: আমার পাঠ্যবইয়ে আলোচিত ইতিহাসে স্মরণীয় নেতা হলেন এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং শেখ মুজিবুর রহমান। তাদের জীবনী থেকে আমি যে আদর্শ গ্রহণ করব তা হলো—

১. মহান এই নেতাদের কাছে সবার উপরে ছিল দেশের স্বার্থ। তাদের সব কাজের মূলে ছিল দেশপ্রেম। আমিও তাদের মতো দেশপ্রেমিক হবো।
২. মহান এ নেতারা কখনোই মানুষকে ধর্ম-বর্ণ-জাতির ভিত্তিতে আলাদা করে দেখতেন না। আমিও তাদের মতো অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী হবো।
৩. আমাদের এই চারজন মহান নেতা জীবনের সব পর্যায়ে গণতন্ত্রের চর্চা করেছেন। আমিও তাদের মতো জীবনের সবক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আচরণ করব।
৪. মহান এ নেতারা আজীবন কোনো ভয় না পেয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন। আমিও তাদের মতো যেকোনো অন্যায়ের প্রতিবাদ করব।
৫. চিরস্মরণীয় এই নেতারা ছিলেন পরোপকারী স্বভাবের। তাদের এ আদর্শ অনুসরণ করে আমিও পরোপকারী হওয়ার চেষ্টা করব।
৬. মানুষ ও দেশের জন্য কাজ করতে গিয়ে চিরস্মরণীয় এ নেতারা বিভিন্ন সময়ে অসম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এমনিভাবে আমিও ভালো কাজের ক্ষেত্রে কাউকে ভয় না পেয়ে সাহসী ভূমিকা রাখার চেষ্টা করব।

পঞ্চম অধ্যায় — আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

প্রশ্ন-৪০ পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই পূর্ব পাকিস্তানের কীসের ওপর আঘাত হানে? এক্ষেত্রে তারা কী করেছিল? তাদের এ আচরণ বাংলাদেশের মানুষ প্রতিহত করে কীভাবে? তাদের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে এদেশের মানুষের করা তিনটি আন্দোলন-সংগ্রামের নাম লেখো। ১+১+১+৩=৬

উত্তর: পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। এক্ষেত্রে তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করেছিল। বাংলাদেশের মানুষ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এ বৈষম্যমূলক আচরণ প্রতিহত করে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে এদেশের মানুষের করা তিনটি আন্দোলন-সংগ্রাম হলো—

১. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
২. ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন।
৩. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।

প্রশ্ন-৪১ মুক্তিযুদ্ধ কী? মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল কেন? মুক্তিযুদ্ধের চারটি তাৎপর্য লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: ১৯৭১ সালে দেশকে পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য যে যুদ্ধ হয়েছিল তাই মুক্তিযুদ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের চারটি তাৎপর্য হলো—

১. মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছি।
২. আমরা দেশের পরিচয় বহনকারী একটি পতাকা পেয়েছি।
৩. আমরা একটি মানচিত্র ও জাতীয় সংগীত পেয়েছি।
৪. মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা আমাদের অধিকার পেয়েছি।

প্রশ্ন-৪২ মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনে ভূমিকা রেখেছিল এমন ছয়টি ঘটনা লেখো। ৬

উত্তর: আমাদের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনে ভূমিকা রেখেছে এমন ছয়টি ঘটনা হলো—

১. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন;
২. ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন;
৩. ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন;
৪. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান;
৫. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হওয়ার পরও তাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করা;
৬. ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৪৩ ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে এদেশের নিরীহ বাঙালিদের ওপর চালানো গণহত্যাকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কী নাম দিয়েছিল? এ রাতটি বাংলাদেশের ইতিহাসে কী নামে পরিচিত? এ রাতটির ঘটনা বর্ণনা করো। ১+১+৪=৬

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির ওপর গণহত্যা চালানোর অভিযানের নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। বাংলাদেশের ইতিহাসে ২৫শে মার্চের রাত 'কালরাত' নামে পরিচিত। ২৫শে মার্চের রাতের ঘটনা নিম্নরূপ—

১. শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর আলোচনার মধ্যেই ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।
২. তারা বর্বর হামলা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হল, শিক্ষকদের বাসভবন, পিলখানা, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, ইপিআর সদর দফতরসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে।
৩. রাজারবাগ পুলিশ লাইনসের সদস্যরা প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
৪. এ রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পুলিশ, ইপিআর সদস্যসহ নির্বিচারে সবার ওপর গণহত্যা চালায়।

প্রশ্ন-৪৪ বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয় কখন? ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সরকারটির ভূমিকা বর্ণনা করো। ১+৫=৬

উত্তর: বাংলাদেশের প্রথম সরকার ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠিত হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রথম সরকার বা মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা হলো—

১. সরকারটি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠন করে।
২. পুরো বাংলাদেশকে এগারোটি সেক্টরে ভাগ করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে।
৩. যুদ্ধের সময় এ সরকার বিদেশে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন করে।
৪. সরকারটি বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে।
৫. তাঁরা বহির্বিশ্বের সরকার ও জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে।

প্রশ্ন-৪৫ 'মুজিবনগর সরকার' কী? এ সরকার গঠন করা হয়েছিল কেন? মুজিবনগর সরকার গঠনের চারটি ফলাফল লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের যে প্রথম সরকার গঠন করা হয় তাই 'মুজিবনগর সরকার'। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়েছিল।

মুজিবনগর সরকার গঠনের চারটি অবদান বা ফলাফল হলো—

১. মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়।
২. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে দেশে-বিদেশে জনমত গঠন করা সহজ হয়ে যায়।
৩. এ সরকার গঠনের পর মুক্তিযুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পায়।
৪. মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে সকল শ্রেণির বাঙালি লড়াই করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে।

প্রশ্ন-৪৬ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ, ১০ই এপ্রিল ও ১৭ই এপ্রিল কী ঘটেছিল? বর্ণনা করো। ২+২+২=৬

উত্তর: ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এ সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায় আম্রকাননে (বর্তমানে 'মুজিবনগর' নামে পরিচিত) মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে।

প্রশ্ন-৪৭ মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে কখন? সরকারটির পাঁচজন সদস্যের নাম ও পদবি লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: মুজিবনগর সরকার ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে। মুজিবনগর সরকারের পাঁচজন সদস্য ও তাঁদের পদবি হলো—

১. রাষ্ট্রপতি: শেখ মুজিবুর রহমান।
২. উপ-রাষ্ট্রপতি: সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)।
৩. প্রধানমন্ত্রী: তাজউদ্দীন আহমদ।
৪. অর্থমন্ত্রী: এম মনসুর আলী।
৫. স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী: এএইচএম কামরুজ্জামান।

প্রশ্ন-৪৮ বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের প্রত্যক্ষ ফল কী ছিলো? এ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত পাঁচজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির পদবিসহ নাম লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠনের ফলে মুক্তিযুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পায়। এ সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত পাঁচজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন—

১. শেখ মুজিবুর রহমান— রাষ্ট্রপতি।
২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম— উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)।
৩. তাজউদ্দীন আহমদ— প্রধানমন্ত্রী।
৪. এম মনসুর আলী— অর্থমন্ত্রী।
৫. এএইচএম কামারুজ্জামান— স্বরাষ্ট্র এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী।

প্রশ্ন-৪৯ পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য কোন বাহিনী গঠন করা হয়? বাহিনীটি কয়টি ব্রিগেড ফোর্সে বিভক্ত ছিল? এ বাহিনী সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: পাকিস্তানের কবল থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য 'মুক্তিবাহিনী' গঠন করা হয়। মুক্তিবাহিনী তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে বিভক্ত ছিল। মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে চারটি বাক্য হলো—

১. মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল মহম্মদ আতাউল গণি ওসমানী।
২. বাহিনীটির উপ-প্রধান সেনাপতি ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।
৩. এ বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় ১১টি সেক্টর জুড়ে যুদ্ধ করে।
৪. মুক্তিবাহিনী গেরিলা হামলা করে হানাদার বাহিনীকে পরাস্ত করে।

প্রশ্ন-৫০ মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অবদান বর্ণনা করো। ৬

(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)

উত্তর: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষরা অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। তাঁরা বিভিন্ন বাহিনীতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যাঁরা সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেননি তাঁরা নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। গ্রামের সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, চিকিৎসা, অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। অনেকে আবার শত্রুবাহিনীর খবর সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের জানিয়েছেন। নারীরা খাবার রান্না করে, জামা-কাপড় সংগ্রহ করে এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিয়ে সহায়তা করেছেন। বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষরাও মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে অবদান রেখেছেন। বস্তুত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির সাধারণ মানুষেরই গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

প্রশ্ন-৫১ বীরপ্রতীক তারামন বিবি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এখানে কোন দেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে? উক্ত যুদ্ধে সাধারণ মানুষ কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল তা পাঁচটি বাক্যে লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: এখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ যেভাবে অংশগ্রহণ করেছিল সে সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য হলো—

১. সাধারণ মানুষদের মধ্যে অনেক পুরুষ সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।
২. অনেক নারীও প্রশিক্ষণ নিয়ে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।
৩. গ্রামের সাধারণ মানুষ খাবার, চিকিৎসা, অর্থ ও আশ্রয় দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন।
৪. অনেক নারী খাবার রান্না করে, জামা-কাপড় সংগ্রহ করে এবং আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা দিয়ে সহায়তা করেছেন।
৫. ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাধারণ মানুষও মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৫২ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ-শক্তি হিসেবে গঠিত বাহিনীগুলোর নাম কী? মুক্তিযুদ্ধে এসব বাহিনীর ভূমিকা লেখো। ৪+২=৬

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি হিসেবে গঠিত বাহিনীগুলো হলো— ১. শান্তি কমিটি, ২. রাজাকার, ৩. আলবদর ও ৪. আলশামস।

মুক্তিযুদ্ধের সময় এসব বাহিনীর ভূমিকা হলো—

১. এসব বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় বিপক্ষ শক্তি হিসেবে কাজ করে।
২. তারা হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুটপাট, বাড়ি-ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ এবং এদেশের নারীদের ধরে নিয়ে হানাদার বাহিনীর হাতে পৌঁছে দেওয়ার মতো জঘন্য কাজও করেছে।

প্রশ্ন-৫৩ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস কবে? দিবসটি পালন করা হয় কেন? তোমার মতে বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করার উপায় লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণে পালিত 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' ১৪ই ডিসেম্বর।

পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের হাতে নিহত বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণের জন্য 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করা হয়।

আমার মতে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করার উপায় হলো—

১. রায়েরবাজারে বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা।
২. শহিদ বুদ্ধিজীবীদের অবদান নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা।
৩. শহিদ বুদ্ধিজীবীদের বিষয়ে বিভিন্ন রচনা পাঠ করা।
৪. শহিদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মার প্রশান্তি কামনা করে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

প্রশ্ন-৫৪ বাংলাদেশের 'বিজয় দিবস' কত তারিখে পালিত হয়? দিবসটিতে কারা আত্মসমর্পণ করেছিল? দিবসটির তাৎপর্য বর্ণনা করো। ১+১+৪=৬

উত্তর: ১৬ই ডিসেম্বরে 'বিজয় দিবস' পালিত হয়। দিবসটিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল।

১৬ই ডিসেম্বরের তাৎপর্য হলো—

১. এ দিনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল।
২. এ দিনে জন্ম নেয় বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।
৩. ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমান যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন তা চূড়ান্তভাবে অর্জিত হয় ১৬ই ডিসেম্বরে।
৪. এ দিনে আমরা পাকিস্তানিদের অধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হই।

প্রশ্ন-৫৫ মুক্তিযুদ্ধে আমরা যেভাবে বিজয় অর্জন করি তা বর্ণনা করো। ৬

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধে আমরা যেভাবে বিজয় অর্জন করি তা হলো—

১. ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।
২. ১০ই এপ্রিল গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার বা 'মুজিবনগর সরকার'।
৩. বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে গঠন করা হয় 'মুক্তিবাহিনী'।
৪. মুক্তিযুদ্ধে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।
৫. এ সময় ভারতসহ কিছু রাষ্ট্র আমাদের সহযোগিতা করে।
৬. অবশেষে পাকিস্তানি বাহিনী হার মেনে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করলে আমরা চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি।

প্রশ্ন-৫৬ ছকের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও এর তারিখ তুলে ধরো। ৬

উত্তর: মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও এর তারিখ হলো—

ক্রম	তারিখ	ঘটনা
১	২৫শে মার্চ, ১৯৭১	অপারেশন সার্চলাইট
২	২৬শে মার্চ, ১৯৭১	মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা
৩	১০ই এপ্রিল, ১৯৭১	মুজিবনগর সরকার গঠন
৪	১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১	মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ
৫	২১শে নভেম্বর, ১৯৭১	যৌথবাহিনী গঠন
৬	১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১	মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন

প্রশ্ন-৫৭ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব কয়টি? এসব খেতাবের মধ্যে সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক খেতাব কোনটি? এ খেতাবপ্রাপ্ত চারজনের নাম লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব চারটি। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক খেতাব হচ্ছে 'বীরশ্রেষ্ঠ'। 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাবপ্রাপ্ত চারজন হচ্ছেন—১. মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর; ২. মতিউর রহমান; ৩. মোস্তফা কামাল; ৪. নূর মোহাম্মদ শেখ।

প্রশ্ন-৫৮ তোমরা আগামী বছর যথাযথ মর্যাদার সাথে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করতে চাও। এজন্য তোমরা কী করতে পারো তা লেখো। ৬

উত্তর: আমরা আগামী বছর যথাযথ মর্যাদার সাথে বিজয় দিবস উদ্‌যাপনের জন্য যা করতে পারি তা হলো—

আগামী বিজয় দিবসে আমরা বিদ্যালয় থেকে বিজয় র‍্যালি বের করতে পারি। বিজয় দিবস সম্পর্কে রচনা প্রতিযোগিতা করতে পারি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছবি আঁকার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারি। শিক্ষকের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধের যেকোনো একটি ঘটনার ভূমিকাভিনয় করতে পারি। বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় এলাকার কোনো মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে যুদ্ধের গল্প শুনতে পারি। এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা জানাতে পারি। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে 'বিজয় দিবস ফুটবল টুর্নামেন্ট'-এর আয়োজন করতে পারি। বীর শহিদদের জন্য দোয়া/প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারি।

ষষ্ঠ অধ্যায় — বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

প্রশ্ন-৫৯ ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন? ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে তোমার করণীয় কাজের একটি তালিকা তৈরি করো। ২+৪=৬

উত্তর: ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলো থেকে আমরা প্রাচীন যুগের ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারি। এ জানার মাধ্যমে আমরা আমাদের আত্মপরিচয় জেনে সে অনুযায়ী আচরণ করতে পারি। আর এজন্যই ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণে আমার করণীয় হচ্ছে—

১. যখন ঐতিহাসিক স্থান বা নিদর্শন পরিদর্শন করতে যাবো তখন এর গায়ে কোনো দাগ দিবো না বা লিখব না।
২. এসব স্থান পরিদর্শনে গেলে ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলব।
৩. অন্য কাউকে ঐতিহাসিক স্থানের কোনো কিছু নষ্ট করতে দেখলে তাকে তা না করার জন্য বুঝিয়ে বলব।
৪. ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণ করার বিষয়ে সবাইকে সচেতন করব।

প্রশ্ন-৬০ ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন সংরক্ষণের গুরুত্ব লেখো। ৬

উত্তর: ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন আমাদের অতীত ঐতিহ্যের সাক্ষ্য। এগুলোর মাধ্যমে আমরা অতীত ইতিহাস জানতে পারি। এসব নিদর্শন প্রাচীন আমলের মানুষের জীবনধারা বা সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে। এসব ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন গবেষক এবং শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে মূল্যবান। পাশাপাশি অতীতের সাথে বর্তমানের তুলনা করার জন্য এসব নিদর্শন আমাদের সহায়তা করে। তাছাড়া এসব স্থান সঠিকভাবে সংরক্ষণ করলে পর্যটকরা জায়গাটি ভ্রমণে আগ্রহী হয়। আর পর্যটকদের ভ্রমণের ফলে স্থানীয় মানুষদের আয়ও হয়, যা সংশ্লিষ্ট এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায়। আর এসব কারণেই ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা অতীব প্রয়োজন।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৬১ বগুড়া শহর থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে কোন ঐতিহাসিক স্থান অবস্থিত? ঐতিহাসিক এ স্থানের বৈশিষ্ট্য লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত। ঐতিহাসিক এ স্থানের বৈশিষ্ট্য হলো—

১. মহাস্থানগড় খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে পরবর্তী পনেরো শত বছরের বেশি সময়কালের।
২. মহাস্থানগড় বাংলার ইতিহাসে ১৮ শত বছরের বেশি সময়ের সাক্ষ্য বহন করে।
৩. মৌর্য আমলে এই স্থানটি 'পুন্ড্রনগর' নামে পরিচিত ছিল।
৪. মহাস্থানগড়ের আকৃতি আয়তাকার।
৫. এখানে বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, খোদার পাথর ভিটা প্রভৃতি প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রশ্ন-৬২ ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, পাথর ও কাচের পুঁতি ইত্যাদি নিদর্শন কোন ঐতিহাসিক স্থানে পাওয়া গেছে? এই ঐতিহাসিক স্থানটি কোথায় অবস্থিত? এই স্থানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, পাথর ও কাচের পুঁতি ইত্যাদি নিদর্শন পাওয়া গেছে উয়ারী-বটেশ্বরে। নরসিংদী জেলার বেলাবো উপজেলার প্রায় ৩ কিলোমিটার পশ্চিমে উয়ারী ও বটেশ্বর নামক দুটি গ্রামে উয়ারী-বটেশ্বর অবস্থিত। এই স্থানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো—

১. উয়ারী-বটেশ্বরে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের মৌর্য আমলের পূর্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে।
২. উয়ারী প্রত্নস্থলে ৬০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৬০০ মিটার প্রস্থের চারটি দুর্গ প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছে।
৩. উয়ারী-বটেশ্বরে নগরায়ণের পাশাপাশি নদীবন্দর এবং বাণিজ্য নগর গড়ে উঠেছিল।
৪. এই সভ্যতাটি সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল।

প্রশ্ন-৬৩ বাংলাদেশের নরসিংদী জেলায় কোন প্রাচীন নিদর্শন অবস্থিত? নিদর্শনটির বিবরণ দাও। ১+৫=৬

উত্তর: বাংলাদেশের নরসিংদী জেলায় প্রাচীন নিদর্শন উয়ারী-বটেশ্বর অবস্থিত।

উয়ারী-বটেশ্বরে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের মৌর্য আমলের পূর্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে নগরায়ণের পাশাপাশি নদীবন্দর এবং বাণিজ্য নগরও গড়ে উঠেছিল। এ সভ্যতাটি সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল। প্রাচীন নগরসভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ এখানে প্রাচীন রাস্তাঘাট পাওয়া গেছে। উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, পাথরের হাতিয়ার, কাচের ও পাথরের পুঁতি ইত্যাদি।

প্রশ্ন-৬৪ উয়ারী-বটেশ্বরে কোন আমলের নিদর্শন পাওয়া গেছে? এ স্থানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর নাম লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: উয়ারী-বটেশ্বরে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের মৌর্য আমলের পূর্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো হচ্ছে— ১. প্রাচীন রাস্তাঘাট, ২. ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, ৩. পাথরের হাতিয়ার, ৪. কাচের ও পাথরের পুঁতি, ৫. নানা ধরনের মৃৎপাত্র।

প্রশ্ন-৬৫ নওগাঁর একটি ঐতিহাসিক স্থানে পোড়ামাটির ফলকচিত্র ও ব্রোঞ্জের তৈরি বুদ্ধের আবক্ষ অংশ পাওয়া গেছে। স্থানটির নাম কী? এই স্থান সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: স্থানটির নাম পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার। পাহাড়পুর সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো—

১. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারটি রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলায় অবস্থিত।
২. এটি 'সোমপুর বিহার' নামেও পরিচিত।
৩. এটি ৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দে পাল রাজা ধর্মপালের শাসনামলে নির্মিত হয়।
৪. বিহারটি উত্তর-দক্ষিণে ২৭৪.১৫ মিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ২৭৩.৭০ মিটার বিস্তৃত।
৫. বিহারের চারপাশে ১৭৭টি ভিক্ষুকক্ষ ছাড়াও বিস্তৃত প্রবেশপথ ও ছোটো ছোটো মন্দির, রান্নাঘর, খাবার ঘর এবং পাকা নর্দমা রয়েছে।

প্রশ্ন-৬৬ পাহাড়পুর ও ময়নামতির তুলনামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছক আকারে তুলে ধরো। ৬

উত্তর: পাহাড়পুর ও ময়নামতির তুলনামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছক আকারে তুলে ধরা হলো—

তুলনার বিষয়	পাহাড়পুরের বৈশিষ্ট্য	ময়নামতির বৈশিষ্ট্য
১. কত বছর পূর্বের	প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বের	প্রায় ১২০০ বছর পূর্বের
২. স্থাপনার ধরন	বৌদ্ধ বিহার	বৌদ্ধ বিহার ও মঠ
৩. মুদ্রা	তাম্র মুদ্রা	স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা
৪. পোড়ামাটির ফলক	পোড়ামাটির ফলকচিত্র	জীবজন্তু অঙ্কিত পোড়ামাটির ফলক
৫. ভাস্কর্য	পাথর ও ব্রোঞ্জের তৈরি	পাথর, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির তৈরি
৬. মৃৎপাত্র	নানা ধরনের মৃৎপাত্রের টুকরা	নানা ধরনের মৃৎপাত্র
৭. লিপি	তামার পাত্রে লিখিত লিপি বা তাম্রশাসন	তামার পাত্রে লিখিত লিপি বা তাম্রশাসন
৮. মূর্তি	চুনাপাথরের মূর্তি, ধাতবমূর্তি	প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি

প্রশ্ন-৬৭ কুমিল্লা শহরের কাছে কোন ঐতিহাসিক স্থান অবস্থিত? এ স্থানটি কোন সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল? স্থানটিতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো সম্পর্কে লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: কুমিল্লা শহরের কাছে ঐতিহাসিক স্থান ময়নামতি অবস্থিত।
ময়নামতি বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল।
ময়নামতিতে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলো হলো—

১. ময়নামতিতে হিন্দু ও জৈন ধর্মের নিদর্শন পাওয়া গেছে।
২. ছয় থেকে সাত শতকের বিরাটকায় প্রস্তর বুদ্ধমূর্তি এবং খাদযুক্ত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে।
৩. জীবজন্তু অঙ্কিত পোড়ামাটির বিভিন্ন ফলক পাওয়া গেছে।
৪. পোড়ানো মাটির সিল ও সিলিং পাওয়া গেছে।

প্রশ্ন-৬৮ কোন স্থানটি রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রীর কাহিনির সঙ্গে জড়িত? এই স্থান থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি নিদর্শনের নাম লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: ময়নামতি স্থানটি অষ্টম শতকের রাজা মানিকচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির কাহিনির সঙ্গে জড়িত। এখান থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি নিদর্শন হলো— ১. স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, ২. তাম্রশাসন, ৩. অসংখ্য জীবজন্তু অঙ্কিত পোড়ামাটির ফলক, ৪. পোড়ানো মাটির সিল ও সিলিং, ৫. ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির ভাস্কর্য।

প্রশ্ন-৬৯ হিন্দু বণিকেরা পানামনগরকে আবাসস্থল হিসেবে বেছে নেন কেন? এই শহরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো। ২+৪=৬

উত্তর: উনিশ শতকে হিন্দু বণিকেরা সুতা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পানামনগরকে আবাসস্থল হিসেবে বেছে নেন। পানামনগরের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো—

১. পানামনগর একটি একক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শহর।
২. পানামনগর গড়ে ওঠে ৫ মিটার প্রশস্ত ও ৬০০ মিটার দীর্ঘ সড়কের দুপাশ ঘিরে।
৩. এখানে ৫২টি বাড়ি রয়েছে।
৪. সারিবদ্ধভাবে ৩১টি বাড়ি রাস্তার উত্তর পাশে ও ২১টি বাড়ি রাস্তার দক্ষিণ পাশে নির্মিত।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৭০ লালবাগ দুর্গ কত সালে নির্মাণ করা হয়? এই স্থাপনার উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বর্ণনা করো। ১+৫=৬

উত্তর: লালবাগ দুর্গ ১৬৭৮ সালে নির্মাণ করা হয়। লালবাগ দুর্গের উল্লেখযোগ্য দিক হলো—

১. দুর্গটি ১৮ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত।
২. এটি মোগল ও বাঙালি স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।
৩. এটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরি।
৪. এর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে দরবার হল, হাম্মামখানা ও পরীবিবির সমাধি এবং দক্ষিণে রয়েছে গোপন প্রবেশ পথ ও একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ।
৫. দুর্গ এলাকায় পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, ছাদবাগান ও ঝরনার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৭১ জাদুঘরে কী কী সংরক্ষণ করা হয়? জাদুঘরে দর্শনার্থীদের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়ার কারণ বর্ণনা করো। ২+৪=৬

উত্তর: জাদুঘরে বিভিন্ন প্রত্ন নিদর্শন সংরক্ষণ করা হয়। যেমন— প্রাচীন আমলের মানুষের ব্যবহৃত নানা দ্রব্য, পোশাক, অস্ত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি। পাশাপাশি জাদুঘরে প্রাচীন ভাস্কর্য, মুদ্রা, শিলালিপি, আলোকচিত্র ইত্যাদিও সংরক্ষণ করা হয়।

জাদুঘরে দর্শনার্থীদের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়ার কারণ হলো—

১. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য এর গায়ে কোনো দাগ দেওয়া বা লেখা কিংবা হাত দিতে নিষেধ করা হয়।
২. সৌন্দর্য যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের বাগানের গাছ ও ফুল ছিঁড়তে নিষেধ করা হয়।
৩. প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান যাতে অপরিচ্ছন্ন না হয়ে পড়ে সেজন্য ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে বলা হয়।
৪. প্রতারক চক্র যাতে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন নকল না করতে পারে সেজন্য ছবি তুলতে নিষেধ করা হয়।

সপ্তম অধ্যায় দক্ষিণ এশিয়ার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

প্রশ্ন-৭২ বাংলাদেশের সকল ধর্মের মানুষের বড়ো উৎসব কোনটি? এদেশের সাথে ভারতের সংস্কৃতির যেসব মিল আছে তা বর্ণনা করো। ১+৫=৬

উত্তর: বাংলাদেশের সকল ধর্মের মানুষের বড়ো উৎসব হচ্ছে 'বাংলা নববর্ষ'। বাংলাদেশের সাথে ভারতের সংস্কৃতির যেসব মিল আছে তা হলো—

১. বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা থাকলেও এদেশের মানুষের প্রধান ভাষা বাংলা। অন্যদিকে ভারতে সবচেয়ে বেশি মানুষ হিন্দিতে কথা বললেও সেদেশে বাংলা ভাষারও প্রচলন রয়েছে।
২. বাংলাদেশের মতো ভারতের মানুষদেরও প্রধান খাবারের মধ্যে রয়েছে ভাত, মাছ, মাংস, সবজি ইত্যাদি।
৩. বাংলাদেশের মানুষ লুঙ্গি, পায়জামা-পাঞ্জাবি, শার্ট-প্যান্ট, সালোয়ার-কামিজ, শাড়ি ইত্যাদি পরেন। ভারতের মানুষরাও এসব পোশাক পরে থাকেন।
৪. বাংলাদেশের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে— ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা, দুর্গাপূজা, বুদ্ধপূর্ণিমা, বড়োদিন ইত্যাদি। এসব উৎসব ভারতেও প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়।
৫. বাংলাদেশের মানুষ বাংলা নববর্ষ, নবান্ন উৎসব, পৌষ মেলা, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি উদ্‌যাপন করে। ভারতের মানুষও সারা বছর জুড়ে বিভিন্ন উৎসব পালন করে।

প্রশ্ন-৭৩ বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের সংস্কৃতির মিল-অমিল তুলে ধরো। ৩+৩=৬

উত্তর: বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের সংস্কৃতির মিল হলো—

১. দুটিই দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম প্রধান দেশ;
২. দুইটি দেশেই মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব পালিত হয়;
৩. দুইটি দেশে বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের সংস্কৃতির অমিল হলো—

১. বাংলাদেশের প্রধান ভাষা বাংলা। অন্যদিকে আফগানিস্তানের প্রধান ভাষা পশতু ও দারি।
২. বাংলাদেশের মানুষ মশলাসমৃদ্ধ খাবার খায়। আর আফগানরা মশলাদার খাবার কম খায়।
৩. বাংলাদেশি নারীদের প্রধান পোশাক সালোয়ার-কামিজ ও শাড়ি। অন্যদিকে আফগান নারীরা মূলত বোরকা ও মাথায় হিজাব পরে।

প্রশ্ন-৭৪ ভারত ও নেপালের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৬

উত্তর: ভারত ও নেপালের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক আলোচনা নিচে দেওয়া হলো—

১. ভারতের সবচেয়ে বেশি মানুষ কথা বলে হিন্দিতে। অন্যদিকে নেপালের প্রধান ভাষা নেপালি।
২. ভারতে বাংলাসহ আরও অনেক ভাষার প্রচলন আছে। নেপালেও প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা আছে।
৩. রুটি, ভাত, ডাল, মাছ ভারতের প্রচলিত খাবার। একইভাবে ডাল, ভাত, তরকারি নেপালিদেরও পছন্দের খাবার।
৪. হায়দ্রাবাদী বিরিয়ানি, দোসা, ইডলি ভারতের জনপ্রিয় খাবার। অন্যদিকে নেপালের নামকরা খাবারের নাম হলো 'থাকালি থালি'।
৫. দুই দেশের নারীরাই পোশাক হিসেবে শাড়ি পরে। তবে ভারতীয় নারীরা সালোয়ার-কামিজও পরে।
৬. ভারতীয় পুরুষরা পোশাক হিসেবে ধুতি, লুঙ্গি, কুর্তা পরে। অন্যদিকে নেপালি পুরুষদের পোশাকের নাম 'দৌরা সুরুওয়াল'।

প্রশ্ন-৭৫ মালদ্বীপের বেশিরভাগ মানুষ কোন ভাষায় কথা বলে? দেশটির রাষ্ট্রধর্ম কী? দেশটির জনগণের পোশাকের বৈচিত্র্য তুলে ধরো। ১+১+৪=৬

উত্তর: মালদ্বীপের বেশিরভাগ মানুষ 'দিভেহি' ভাষায় কথা বলে। দেশটির রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম। তাদের পোশাকের বৈচিত্র্য নিচে দেওয়া হলো—

১. পুরুষ-মহিলা উভয়েই 'দেবী লিভা' নামে লম্বা হাতয়ালা জামা পরে।
২. পুরুষ-মহিলা উভয়েই 'ফেঙ্গলী' নামে লুঙ্গি পরে।
৩. পুরুষরা শার্টের সাথে পাগড়ি জাতীয় মুন্ডু পরেন।
৪. দিগু হিদুন, হেদুন বুরী, বোরকা ইত্যাদি মেয়েদের জনপ্রিয় পোশাকের নাম।

প্রশ্ন-৭৬ দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশের প্রধান ভাষা দুইটি? ভাষাগুলো কী কী? দেশটির মানুষের খাদ্যাভ্যাসের ধরন বর্ণনা করো। ১+২+৩=৬

উত্তর: দক্ষিণ এশিয়ার দেশ আফগানিস্তানের প্রধান ভাষা দুইটি। এগুলো হলো— ১. পশতু ও ২. দারি।

দেশটির মানুষের খাদ্যাভ্যাসের ধরন হলো—

১. দেশটিতে গম, ভুট্টা, বার্লি এবং চাল দিয়ে তৈরি বিভিন্ন রকম খাবার প্রচলিত আছে;
২. কাবুলি পোলাও সেখানে বেশ জনপ্রিয়;
৩. দুগ্ধজাত পণ্য যেমন— দুধ, দই, মাঠা, তাজা এবং শুকনো ফল তাদের উল্লেখযোগ্য খাবার এবং আফগানরা মশলাদার খাবার কম খায়।

প্রশ্ন-৭৭ শ্রীলঙ্কার মানুষের উদ্‌যাপিত সবচেয়ে বড়ো উৎসব কোনটি? দেশটির সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। ১+৫=৬

উত্তর: শ্রীলঙ্কার মানুষের উদ্‌যাপিত সবচেয়ে বড়ো উৎসবের নাম 'ক্যান্ডি এসালা পেরাহারা'।

শ্রীলঙ্কার সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো—

১. শ্রীলঙ্কানরা সিংহলী ভাষায় কথা বলে;
২. ভাত ও চিংড়ি দিয়ে তৈরি 'কিরিবাথ' তাদের সাধারণ খাবার;
৩. শ্রীলঙ্কান পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম সরং, ধুতি এবং শার্ট;
৪. শ্রীলঙ্কান নারীরা শাড়ি পরে;
৫. তাদের বড়ো ধর্মীয় উৎসব 'ভেসাক পোয়া' বা বুদ্ধপূর্ণিমা।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৭৮ তোমার পাঠ্যবইয়ের আলোকে ভুটান সম্পর্কে জানতে পেরেছ এমন উল্লেখযোগ্য তথ্য তুলে ধরো। ৬

উত্তর: আমার পাঠ্যবই থেকে ভুটান সম্পর্কে জানতে পেরেছি এমন তথ্য নিচে উল্লেখ করা হলো—

১. ভুটানের রাষ্ট্রীয় ভাষার নাম 'জংখা'।
২. ভুটানিদের প্রধান খাবার হলো লাল চাল, বাজরা, ভুট্টা ইত্যাদি।
৩. ভুটানি পুরুষদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম 'ঘো'। ঘো-এর সাথে তারা যে কাপড়ের বেল্ট ব্যবহার করে তার নাম কাবনি।
৪. ভুটানি নারীরা 'কিরা' নামে ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে। এর সাথে তারা 'কেরা' ও 'রাচু' ব্যবহার করে।
৫. ভুটানিদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম 'সেচু'।
৬. বসন্তকালে ভুটানিরা 'পারো' উৎসব পালন করে।

প্রশ্ন-৭৯ তুমি অন্য একটি দেশে বেড়াতে গিয়ে তাদের সংস্কৃতির প্রতি কীভাবে শ্রদ্ধাশীল আচরণ করবে? ৬

উত্তর: অন্য একটি দেশে বেড়াতে গিয়ে আমি যেভাবে তাদের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করব তা হলো—

১. ওই দেশের মানুষের সংস্কৃতির রীতিনীতি, মূল্যবোধ এবং ঐতিহাসিক পটভূমি জানার চেষ্টা করব। এটি আমাকে দেশটির সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানানোর বিষয়ে সাহায্য করবে।
২. সে দেশের মানুষের সামাজিক রীতিনীতি, বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা আমাদের দেশে প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও ধারণার চেয়ে ভিন্ন হতে পারে। এ ধরনের কিছু লক্ষ করলে আমি আমাদের দেশে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও সামাজিক রীতিনীতির ভিত্তিতে তা যাচাই করব না। বরং উদার মনোভাবের সাথে তাদের রীতিনীতিকে শ্রদ্ধা করব।
৩. দেশটির মানুষের খাদ্যাভ্যাস এবং খাবার খাওয়ার নিয়মকানুন আমাদের সাথে নাও মিলতে পারে। সম্ভব হলে আমি সেদেশের স্থানীয় খাবার খাওয়ার চেষ্টা করব এবং তাদের খাবারের নিয়মকানুন মেনে চলব।
৪. আমি ওই দেশের মানুষের পোশাক পরার ধরন নিয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ পায় এমন আচরণ করব না।
৫. দেশটির ধর্মীয় স্থানগুলো পরিদর্শন করার সময় যথাযথ আচরণ করব এবং তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন যেকোনো কিছু করা থেকে বিরত থাকব।
৬. সর্বোপরি দেশটির মানুষের আতিথেয়তার জন্য তাদের প্রতি সুযোগ পেলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।

অষ্টম অধ্যায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা

প্রশ্ন-৮০ আমরা সকলেই কীভাবে বিশ্ব পরিবারের সদস্য? ৬

(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)

উত্তর: মানুষের মতো রাষ্ট্রগুলোও একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না। রাষ্ট্রগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জলবায়ু ইত্যাদি ক্ষেত্রে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণেই পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য গড়ে উঠেছে সার্ক, ওআইসি, জাতিসংঘের মতো আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা সংস্থা। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো নিজেদের প্রয়োজনে এ সংস্থাগুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে 'বিশ্ব পরিবার' হয়ে উঠেছে। আর রাষ্ট্রগুলোর নাগরিক হিসেবে আমরাও সবাই বিশ্ব পরিবারের সদস্য হয়েছি।

প্রশ্ন-৮১ সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে? প্রতিষ্ঠার সময় সংস্থাটির সদস্য ছিল কয়টি রাষ্ট্র? সার্কের প্রতিষ্ঠাকালীন গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সদস্য রাষ্ট্রের নাম লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: সার্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালে। প্রতিষ্ঠার সময় সার্কের সদস্য ছিল সাতটি রাষ্ট্র। সার্কের প্রতিষ্ঠাকালীন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রাষ্ট্রের নাম হলো—

১. বাংলাদেশ, ২. পাকিস্তান, ৩. ভারত ও ৪. শ্রীলঙ্কা।

প্রশ্ন-৮২ সার্কের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাম লেখো। ৬

উত্তর: সার্কের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাম হলো—

১. বাংলাদেশ, ২. ভারত, ৩. পাকিস্তান, ৪. শ্রীলঙ্কা, ৫. মালদ্বীপ, ৬. নেপাল, ৭. ভুটান ও ৮. আফগানিস্তান।

প্রশ্ন-৮৩ সার্ক গঠনের উদ্দেশ্যগুলো লেখো। ৬

উত্তর: সার্ক গঠনের উদ্দেশ্যগুলো হলো—

১. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।
২. সদস্য দেশগুলোর জনগণের কল্যাণ সাধন করা।
৩. সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো।
৪. সদস্য দেশগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা।
৫. সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একে অপরের সমস্যা সমাধানে অবদান রাখা।
৬. অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

প্রশ্ন-৮৪ সার্ক গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন কে? সার্কের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে নির্ধারিত সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো উল্লেখ করো। ১+৫=৬

উত্তর: 'সার্ক' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। সার্কের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে নির্ধারিত সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো হলো—

১. কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি।
২. শিক্ষা ও সংস্কৃতি।
৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি।
৪. জলবায়ুর পরিবর্তন।
৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।
৬. জরুরি তহবিল গঠন।

প্রশ্ন-৮৫ ওআইসির বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত ও সদর দপ্তর কোথায়? এর কয়েকটি কাজ উল্লেখ করো। ২+৪=৬

উত্তর: ওআইসির বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৭ এবং সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায়। ওআইসির কয়েকটি কাজ হলো—

১. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষায় ভূমিকা রাখা।
২. বর্ণবৈষম্য নির্মূল করা।
৩. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার প্রতি প্রয়োজনীয় সমর্থন প্রদান করা।
৪. পবিত্র স্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধানে সহযোগিতা করা।

প্রশ্ন-৮৬ জাতিসংঘ কত সালে গঠিত হয়? এর সদর দপ্তর কোথায়? এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর জাতিসংঘ গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর আমেরিকার নিউইয়র্কে। জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো—

১. বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করা।
২. জাতিসমূহের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা।
৩. সদস্য দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানব সেবামূলক কাজে সহযোগিতা প্রদান করা।
৪. আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিভেদ নিষ্পত্তি করে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

প্রশ্ন-৮৭ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো আমাদের জীবনমান উন্নয়নে কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে? *(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)* ৬

উত্তর: আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সহযোগিতামূলক কার্যক্রম বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের জীবনযাত্রার ওপর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, অর্থনীতি, পরিবেশ, জলবায়ু, প্রযুক্তি, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয় সরাসরি প্রভাব ফেলে। এসব বিষয়ে কোনো বিপর্যয় ঘটলে তা আমাদের জীবনমানকেও বিপর্যস্ত করে। এ কারণেই দেখা যায়, জাতিসংঘ, ওআইসির মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অন্যতম লক্ষ্যই থাকে এসব বিষয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সহযোগিতা করা। আর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এ বিষয়গুলোতে যতো বেশি কার্যক্রম বাড়াবে ততোই তা আমাদের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

নবম অধ্যায় রাষ্ট্র এবং সমাজে আমার অধিকার ও কর্তব্য

প্রশ্ন-৮৮ আমাদের দেশের নাম কী? আমাদের দেশে কয়টি বিভাগ রয়েছে? এগুলো কী কী? উল্লেখ করো। ১+১+৪=৬

উত্তর: আমাদের দেশের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

আমাদের দেশে ৮টি বিভাগ আছে। যথা—

১. ঢাকা বিভাগ; ২. চট্টগ্রাম বিভাগ; ৩. রাজশাহী বিভাগ; ৪. ময়মনসিংহ বিভাগ; ৫. রংপুর বিভাগ; ৬. সিলেট বিভাগ; ৭. খুলনা বিভাগ এবং ৮. বরিশাল বিভাগ।

প্রশ্ন-৮৯ নাগরিক অধিকার কী? একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি তোমার করণীয় লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: রাষ্ট্র নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। এই সুযোগ-সুবিধাই নাগরিকের অধিকার।

একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের জন্য আমার করণীয় হলো—

১. রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় আইন মেনে চলব।
২. রাষ্ট্র সবার জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে। সেই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করব।
৩. প্রাপ্তবয়স্ক হলে ভোট প্রদান করব।
৪. সামর্থ্যবান হলে কর প্রদান করব।
৫. রাষ্ট্রের কোনো সম্পদ যাতে নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকব।

প্রশ্ন-৯০ সামাজিক সমস্যা কাকে বলে? তোমার জানা কয়েকটি সামাজিক সমস্যার নাম লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনে বাধার সৃষ্টি করে এমন সমস্যাই সামাজিক সমস্যা।

কয়েকটি সামাজিক সমস্যা হলো— ১. মাদকাসক্তি, ২. মোবাইল আসক্তি; ৩. শিশুশ্রম; ৪. শিশুর শারীরিক নির্যাতন; ৫. বুলিং ও বাল্যবিবাহ।

প্রশ্ন-৯১ মাদক কী ধরনের সমস্যা? মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাবগুলো লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: মাদকাসক্তি একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা।

মাদকাসক্তির ক্ষতিকর প্রভাব হলো—

১. অপূরণীয় শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হয়।
২. মাদকাসক্ত ব্যক্তি কর্মক্ষমতা হারায়।
৩. স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায় না এবং পারিবারিক অশান্তি হয়।
৪. চিন্তাশক্তি লোপ পায়।
৫. মৃত্যু ডেকে আনে।

প্রশ্ন-৯২ বুলিং কী? বুলিং কীভাবে হয়? শিশুদের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব উল্লেখ করো। ১+২+৩=৬

উত্তর: বুলিং একটি সামাজিক সমস্যা।

কাউকে ব্যঙ্গ করে ডাকলে কিংবা দৈহিক গঠন নিয়ে খারাপ মন্তব্য করলে, শিশুকে শারীরিক বা মানসিক কষ্ট দিলে বুলিং হয়।

শিশুদের ওপর বুলিংয়ের ক্ষতিকর প্রভাব হলো—

১. বুলিংয়ের শিকার শিশু মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে।
২. সে স্বাভাবিকভাবে অন্যের সাথে মিশতে পারে না।
৩. সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়।

প্রশ্ন-৯৩ বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উপায়গুলো বর্ণনা করো। ৬

(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)

উত্তর: বাল্যবিবাহ একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। এ সমস্যা প্রতিরোধের উপায়গুলো হলো—

১. বিয়েতে জন্মনিবন্ধন বা জাতীয় পরিচয়পত্র দেখে বিয়ে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা।
২. বাল্যবিবাহ আইনত একটি দণ্ডনীয় অপরাধ; এ বিষয়ে গ্রামের চেয়ারম্যান, মেম্বার, নারী প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সজাগ থাকা।
৩. শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতামূলক শিক্ষা প্রদান করা।
৪. উঠান বৈঠক বা মা-সমাবেশ করে বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে পরিবার ও সমাজকে সচেতন করা।
৫. বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কিত বিভিন্ন পোস্টার, ব্যানার, লিফলেট ও রেডিয়ো-টেলিভিশনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে সচেতন করা।
৬. এরপরও কোথাও বাল্যবিবাহ সংঘটিত হতে দেখলে ১০৯৮ নম্বরে ফোন করে জানানো।

প্রশ্ন-৯৪ শিশুশ্রম কী? শিশুশ্রমের কুফল লেখো। এটি প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে লেখো। ১+২+৩=৬

উত্তর: শ্রমিক হিসেবে শিশুদের দিয়ে কাজ করানো হলো শিশুশ্রম।

শিশুশ্রমের কুফল হলো—

১. শিশু তার ন্যায্য অধিকার যেমন— শিক্ষা, স্বাস্থ্য-পুষ্টি ও বিনোদন থেকে বঞ্চিত হয়।
২. শিশু শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়।

শিশুশ্রম প্রতিরোধে করণীয় হলো—

১. যথাযথ আইন প্রণয়ন করতে হবে।
২. সমাজের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।
৩. শিশুশ্রমে বাধ্য করা ব্যক্তিদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন-৯৫ সাংগঠনিক কার্যক্রম কী? বিদ্যালয়ের পাঁচটি সাংগঠনিক কার্যক্রমের নাম লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: নিয়ম মেনে সকলে মিলে বিভিন্ন কার্যক্রম করাকে সাংগঠনিক কার্যক্রম বলে।

বিদ্যালয়ের পাঁচটি সাংগঠনিক কার্যক্রমের নাম হলো—

১. বৃক্ষরোপণ দল গঠন; ২. ক্ষুদে ডাক্তার দল গঠন; ৩. ক্ষুদে বিজ্ঞানী দল গঠন; ৪. কাব দল গঠন; ৫. স্টুডেন্ট কাউন্সিল গঠন।

প্রশ্ন-৯৬ সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তুমি যা শিখবে তা লেখো। ৬

উত্তর: সাংগঠনিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমি যা শিখব তা হলো—

১. মানুষের প্রতি সহনশীল হতে শিখব।
২. সময়মতো কাজ করতে শিখব।
৩. দলগতভাবে কাজ করতে শিখব।
৪. সকলের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে শিখব।
৫. নেতৃত্ব প্রদান করার দক্ষতা অর্জন করতে শিখব।
৬. নিজের প্রতি যত্ন নিতে শিখব।

প্রশ্ন-৯৭ মানবাধিকার কী? জাতিসংঘের কোথায় বিশ্বের সকল মানুষের সুযোগ-সুবিধাগুলো উল্লেখ আছে? মানুষ হিসেবে তুমি পাও এমন সুযোগ-সুবিধাগুলো উল্লেখ করো। ১+১+৪=৬

উত্তর: মানুষ হিসেবে আমরা যেসব সুযোগ সুবিধা পাই তাকে মানবাধিকার বলে। জাতিসংঘের 'মানবাধিকার সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে' বিশ্বের সকল মানুষের সুযোগ-সুবিধাগুলো উল্লেখ আছে।

মানুষ হিসেবে আমি পাই এমন সুযোগ-সুবিধা হলো—

১. আমি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে পারি।
২. আমি নিরাপদে ও স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারি।
৩. আমি নিজ ধর্ম পালন করতে পারি।
৪. আমি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারি।

প্রশ্ন-৯৮ কাদের সমান মানবাধিকার রয়েছে? কয়েকটি মানবাধিকারের নাম লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, আর্থিক অবস্থাভেদে সবার সমান মানবাধিকার রয়েছে।

কয়েকটি মানবাধিকার হলো—

১. শিক্ষার অধিকার;
২. স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার;
৩. নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকার;
৪. ধর্ম পালনের অধিকার;
৫. মত প্রকাশের অধিকার।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-৯৯ মানবাধিকার রক্ষার বিভিন্ন উপায় লেখো। ৬

উত্তর: মানবাধিকার রক্ষার বিভিন্ন উপায় হলো—

১. মানবাধিকার বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
২. মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা মেনে চলা এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
৩. মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।
৪. অধিকার পাওয়ার ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ না করা।
৫. গণমাধ্যমে মানবাধিকারের কথা বেশি বেশি প্রচার করা।
৬. মানবাধিকার সংস্থার কার্যক্রমকে জোরদার করা।

দশম অধ্যায় নৈতিক ও সামাজিক আচরণ

প্রশ্ন-১০০ পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৬

উত্তর: পরমতসহিষ্ণুতার গুরুত্ব অপরিসীম। নিচে তা বর্ণনা করা হলো—

১. ব্যক্তিগত মত প্রকাশের সুযোগ পাওয়া যায়;
২. অন্যের মতামত গুরুত্ব দেওয়া সম্ভব হয়;
৩. সহনশীলতার শিক্ষা পাওয়া যায়;
৪. সবার মতামতকে সম্মান করা যায়;
৫. গণতান্ত্রিক আচরণ করা যায় এবং
৬. সমাজে সবাই মিলেমিশে বসবাস করা যায়।

প্রশ্ন-১০১ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের সাথে কীভাবে পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে? বর্ণনা করো। ৬

উত্তর: শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের মতামতকে সম্মান করে পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে। অন্যের মতকে সম্মান করা হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা। শ্রেণিনেতা নির্বাচন, শ্রেণিকক্ষ সাজানো ইত্যাদি বিষয়ে শ্রেণির সবার মতামত প্রদানের সুযোগ আছে। এ ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নিজের মত প্রদানের পাশাপাশি সহপাঠীদেরও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ দেবে। তাদের দেওয়া কোনো মত পছন্দ না হলেও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। তাদের মতের প্রতি কোনো ধরনের অবজ্ঞা প্রকাশ করা যাবে না। আর এভাবেই শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের সাথে পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে।

প্রশ্ন-১০২ বিদ্যালয়ের শিক্ষাসফরের নির্ধারিত গন্তব্য ঠিক করার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপায়গুলো বর্ণনা করো। ৬

উত্তর: শিক্ষাসফরের নির্ধারিত গন্তব্য ঠিক করতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপায়গুলো হলো—

১. প্রাথমিক আলোচনা করে কয়েকটি জায়গার নাম ঠিক করতে হবে।
২. আলোচনায় পাওয়া জায়গাগুলোর নাম শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।
৩. শিক্ষার্থীরা সবাই নির্দিষ্ট কাগজে পছন্দনীয় স্থানের নাম লিখবে এবং কাগজ ভাঁজ করে নির্দিষ্ট বাক্সে রাখবে।
৪. এরপর শিক্ষক বাক্স থেকে লেখা কাগজগুলো খুলে গণনা করবেন এবং কোন স্থানের নামের পক্ষে কতজন মত দিয়েছে তা বোর্ডে লেখা স্থানের নামের পাশে লিখবেন।
৫. যে স্থানের নামের পাশে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে সে স্থানকে শিক্ষাসফরের জন্য নির্বাচন করা হবে।
৬. এভাবে সবার মতামত এবং অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ভোটের মাধ্যমে শিক্ষাসফরের স্থান নির্ধারণ করা যায়।

প্রশ্ন-১০৩ অন্যের মতামত শোনার গুণকে কী বলে? সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মানুষের করণীয় বর্ণনা করো। ১+৫=৬

উত্তর: অন্যের মতামত শোনার গুণকে পরমতসহিষ্ণুতা বলে।

সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মানুষের করণীয় হলো—

১. সকলের মতামত ধৈর্যসহকারে শোনা।
২. সহনশীলতার চর্চা করা।
৩. প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাযথ সম্মান করা।
৪. গণতান্ত্রিক আচরণ করা এবং
৫. সমাজে সবার সাথে মিলেমিশে বাস করা।

প্রশ্ন-১০৪ শ্রেণিনেতা নির্বাচনের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি কী? একজন শ্রেণিনেতা কীভাবে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেন? শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার পরিকল্পনা বর্ণনা করো। ১+১+৪=৬

উত্তর: শ্রেণিনেতা নির্বাচনের সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। একজন শ্রেণিনেতা সবার মতামত শোনেন এবং অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নেন।

শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার একটি পরিকল্পনা হলো—

১. শ্রেণিকক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।
২. এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় যেমন— শ্রেণিকক্ষ প্রতিদিন পরিষ্কার করা হবে নাকি সপ্তাহে একদিন; কে কে পরিষ্কার করবে ইত্যাদি নিয়ে সবাই মিলে আলোচনা করতে হবে।
৩. প্রত্যেকের মতামত মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে।
৪. শ্রেণিনেতা নিজের মতামত যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করবে এবং সবশেষে অধিকাংশ যে মত প্রদান করবে তা গ্রহণ করবে।

প্রশ্ন-১০৫ বিদ্যালয়ে শ্রেণিনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কীভাবে গণতান্ত্রিক চর্চা করা যায়? বর্ণনা করো। ৬

উত্তর: শ্রেণিনেতা নির্বাচন বিদ্যালয়ে যেভাবে গণতান্ত্রিক চর্চা করা যায় তা হলো—

১. প্রথমেই শিক্ষার্থীরা শ্রেণিনেতা নির্বাচনের বিষয়ে নিজের মতামত দেবে।
২. অন্যের মতামতের প্রতি সবাই সম্মান প্রদর্শন করবে।
৩. শ্রেণিনেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মতবিরোধ হলেও তা শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিতে হবে।
৪. যারা শ্রেণিনেতা হতে ইচ্ছুক তারা কীভাবে শ্রেণিকে উন্নত করবে সে বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে।
৫. নির্বাচনের দিন শিক্ষার্থীরা পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবে।
৬. সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের ভিত্তিতে যিনি শ্রেণিনেতা নির্বাচিত হবেন তাকে শিক্ষার্থীরা নির্দ্বিধায় শ্রেণিনেতা হিসেবে মেনে নেবে।

প্রশ্ন-১০৬ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মতের অমিল হওয়ার কারণ তুলে ধরো। কীভাবে এ সমস্যা কাটিয়ে ওঠা যায়? বর্ণনা করো। ২+৪=৬

উত্তর: একই শ্রেণির সহপাঠীদের মধ্যে মতের অমিল হওয়ার কারণ হলো— ১. প্রত্যেকের পছন্দ এক না হওয়া ও ২. অন্যের মতামত ধৈর্যসহকারে শোনার অভ্যাস না থাকা।

এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে আমরা যা করতে পারি—

১. অন্যের মতামত মনোযোগ সহকারে শুনব;
২. সহনশীলতার চর্চা করব;
৩. অন্যের মতকে সম্মান করব এবং
৪. সবার বিশ্বাসকে সম্মান করব।

প্রশ্ন-১০৭ কোন গুণের চর্চা মানুষকে গণতান্ত্রিক আচরণের অধিকারী করে? শ্রেণিতে যেকোনো সমস্যা সমাধানে গণতান্ত্রিক আচরণের প্রয়োগ কীভাবে ঘটানো যায়? ব্যাখ্যা করো। ১+৫=৬

উত্তর: পরমতসহিষ্ণুতার চর্চা মানুষকে গণতান্ত্রিক আচরণের অধিকারী করে।

শ্রেণিতে যেকোনো সমস্যা সমাধানে গণতান্ত্রিক আচরণের প্রয়োগ যেভাবে ঘটানো যায় তা হলো—

১. সবার মতামত গ্রহণ করা;
২. সবাইকে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সুযোগ দেওয়া;
৩. পছন্দ না হলেও কারও মতের প্রতি অসম্মান না দেখানো;
৪. সংখ্যাগরিষ্ঠের মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো;
৫. অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

একাদশ অধ্যায় বাংলাদেশের যোগাযোগ মানচিত্র

প্রশ্ন-১০৮ বাংলাদেশে যোগাযোগের জন্য কয় ধরনের পথ ব্যবহৃত হয় এবং কী কী? পথগুলো সম্পর্কে লেখো। ২+৪=৬

উত্তর: বাংলাদেশে যোগাযোগের জন্য চার ধরনের পথ ব্যবহৃত হয়। পথগুলো হলো—১. সড়ক; ২. নৌ; ৩. রেল ও ৪. বিমান বা আকাশপথ।

১. বাংলাদেশে ব্যবহৃত চার ধরনের পথের মধ্যে সড়কপথ সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।
২. আমাদের দেশে নৌপথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণ ব্যয় অনেক কম।
৩. আমাদের দেশে মিটারগেজ, ব্রডগেজ ও ডুয়েলগেজ এ তিন ধরনের রেলপথ আছে।
৪. বাংলাদেশে দ্রুত যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহণের জন্য অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দুই ধরনের বিমানবন্দর রয়েছে।

প্রশ্ন-১০৯ বাংলাদেশে নৌপথ কীভাবে গঠিত হয়েছে? এদেশের নৌপথ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ২+৪=৬

উত্তর: অভ্যন্তরীণ নদীপথ ও উপকূলীয় সমুদ্রপথ নিয়ে বাংলাদেশে নৌপথ গঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নৌপথের গুরুত্ব অনেক। নৌপথে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণের ব্যয় অনেক কম। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, বরিশাল, চাঁদপুর ও ভৈরব দেশের অন্যতম প্রধান নদীবন্দর। আর সমুদ্র বন্দর হলো চট্টগ্রাম, মংলা, পায়রা।

প্রশ্ন-১১০ বাংলাদেশে কয় ধরনের বিমানবন্দর রয়েছে? ধরনগুলোর নাম লেখো। এদেশের উল্লেখযোগ্য বিমানবন্দরগুলোর নাম লেখো। ১+২+৩=৬

উত্তর: বাংলাদেশে দুই ধরনের বিমানবন্দর রয়েছে। ধরনগুলো হলো—
১. অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর ও ২. আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
এদেশের উল্লেখযোগ্য বিমানবন্দরগুলোর নাম হলো—
১. শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।
২. শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
৩. ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।

প্রশ্ন-১১১ দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলো কী কী? এছাড়া দেশের ভিতরে যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা যায় এমন কয়েকটি বিমানবন্দরের নাম লেখো। ৩+৩=৬

উত্তর: দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরগুলো হলো—
১. শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা।
২. শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
৩. ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সিলেট।

দেশের ভিতরে যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা যায় এমন কয়েকটি বিমানবন্দর হলো— যশোর বিমানবন্দর, রাজশাহী বিমানবন্দর, সৈয়দপুর বিমানবন্দর, বরিশাল বিমানবন্দর ও কক্সবাজার বিমানবন্দর।

প্রশ্ন-১১২ বাংলাদেশের বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব বর্ণনা করো। *(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)* **৬**

উত্তর: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। এদেশে চার ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু আছে। এগুলো হলো— সড়ক, নৌ, রেল ও বিমান। মানুষের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণে সড়কপথ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয়। তবে তুলনামূলক বেশি নিরাপদে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলপথ বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার। এছাড়া বাংলাদেশ নদীমাতৃক হওয়ায় কম খরচে যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রে নৌপথ অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অতিদ্রুত মানুষের যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণের জন্য বিমানপথের কোনো বিকল্প নেই। এজন্য বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক দুই ধরনের বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। বস্তুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন এবং মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করার ক্ষেত্রে এদেশে প্রচলিত চার ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থাই সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন-১১৩ GPS-এর পূর্ণরূপ কী? জিপিএস-এর ব্যবহার লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: জিপিএস (GPS)-এর পূর্ণরূপ 'Global Positioning System'। বর্তমানে জিপিএস-এর নানা ধরনের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন—
১. জিপিএস সিস্টেমে রাস্তাঘাট ছাড়াও পেট্রোল পাম্প, পুলিশ স্টেশন, হোটেল, পর্যটন স্থান ইত্যাদির অবস্থান চিহ্নিত থাকে বলে নিখুঁতভাবে কোনো স্থানের অবস্থান নির্ণয় করা যায়।
২. জিপিএস-এর মাধ্যমে গাড়ি, জাহাজ, বিমানের অবস্থানও সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায়।
৩. জিপিএস সিস্টেমের সাহায্যে বড়ো বড়ো শহরের ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
৪. মোবাইল, ল্যাপটপে জিপিএস অ্যাপস ব্যবহার করে নির্দিষ্ট স্থানে নির্ভুলভাবে যাওয়া যায়।
৫. হেঁটে বা গাড়িতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সম্ভাব্য কত সময় লাগবে জিপিএস সিস্টেম ব্যবহার করে তাও জানা যায়।

প্রশ্ন-১১৪ কোন প্রযুক্তিতে মোবাইল, ল্যাপটপে অ্যাপস ব্যবহার করে নির্দিষ্ট স্থানে নির্ভুলভাবে যাওয়া যায়? এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তুমি কী কী তথ্য পাবে? লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: GPS প্রযুক্তিতে মোবাইল, ল্যাপটপে অ্যাপস ব্যবহার করে নির্দিষ্ট স্থানে নির্ভুলভাবে যাওয়া যায়।
জিপিএস ব্যবহার করে আমি যেসব তথ্য পাবো তা হলো—
১. জিপিএস ব্যবহার করে নিখুঁতভাবে কোনো কিছুর অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারব।
২. রাস্তাঘাট ছাড়াও পেট্রোল পাম্প, পুলিশ স্টেশন, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পর্যটন স্থান, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ইত্যাদির অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারব।
৩. হেঁটে, গাড়িতে, বাসে, মোটরসাইকেলে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সম্ভাব্য কত সময় লাগবে জিপিএস ব্যবহারের মাধ্যমে সে তথ্যও জানতে পারব।
৪. জিপিএস-এর মাধ্যমে গাড়ি, জাহাজ, বিমানের অবস্থানও সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারবে।
৫. এছাড়া জিপিএস ব্যবহারের মাধ্যমে শহরের ট্র্যাফিক সম্পর্কিত তথ্যও জানতে পারবে।

দ্বাদশ অধ্যায় বাংলাদেশের বনভূমি ও প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান

প্রশ্ন-১১৫ ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন কোথায় অবস্থিত? এ বনের বৈশিষ্ট্য লেখো। এ বনে জন্মায় এমন কিছু বৃক্ষের নাম লেখো। ১+২+৩=৬

উত্তর: খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি, চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় ক্রান্তীয় চিরসবুজ বনভূমি অবস্থিত।
ক্রান্তীয় চিরসবুজ বনের বৈশিষ্ট্য হলো—
১. এ ধরনের বনে সারা বছর গাছে পাতা থাকে।
২. ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন পাহাড়ি অঞ্চলে দেখা যায়।
ক্রান্তীয় চিরসবুজ বনে জন্মায় এমন কিছু বৃক্ষের নাম হলো—
১. গর্জন; ২. চাপালিশ ও ৩. তেলসুর।

প্রশ্ন-১১৬ সুন্দরবন কোন কোন জেলায় অবস্থিত? বনটি সম্পর্কে তোমার জানা তথ্য লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলায় সুন্দরবন অবস্থিত।
সুন্দরবন সম্পর্কে আমার জানা তথ্য হলো—
১. সুন্দরী বৃক্ষ বেশি হওয়ায় এ বন সুন্দরবন নামে পরিচিত।
২. নির্দিষ্ট সময় পরপর এ বন জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়।
৩. এ অঞ্চলের উদ্ভিদদের মাঝে অভিযোজন হিসেবে শ্বাসমূল, ঠেসমূল ও জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়।
৪. সুন্দরী ও গোলপাতা সুন্দরবনের প্রধান উদ্ভিদ।
৫. এছাড়া পশুর, গেওয়া, কেওড়া, বাইন, ধুন্দুল, আমুর ইত্যাদি বৃক্ষ সুন্দরবনে জন্মে।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-১১৭ ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? এ বনে জন্মায় এমন কয়েকটি বৃক্ষের নাম লেখো। ২+৪=৬

উত্তর: ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—

১. নির্দিষ্ট সময় পরপর এ বন জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হয়।
২. এ বনের উদ্ভিদদের মাঝে অভিযোজন হিসেবে শ্বাসমূল, ঠেসমূল ও জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গম দেখা যায়।

ম্যানগ্রোভ বা সুন্দরবনে জন্মায় এমন বৃক্ষ হলো—

১. সুন্দরী। ২. গোলপাতা। ৩. পশুর ও ৪. গেওয়া।

প্রশ্ন-১১৮ বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার কোথায় বাস করে? এ বনে দেখতে পাওয়া যায় এমন পাঁচটি জীবজন্তুর নাম লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: সুন্দরবনে পৃথিবীর বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার বাস করে।

সুন্দরবনে দেখতে পাওয়া যায় এমন পাঁচটি জীবজন্তু হলো—

১. হরিণ। ২. বানর। ৩. শজারু। ৪. সাপ ও ৫. বনমোরগ।

প্রশ্ন-১১৯ সুন্দরবনে দেশি-বিদেশি পর্যটকের আগমন ঘটে কেন? সুন্দরবনের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থানগুলোর নাম লেখো। ২+৪=৬

উত্তর: সুন্দরবনে বৈচিত্র্যময় গাছপালা, নানাবিধ প্রাণী, প্রচুর নদী ও খাল দ্বারা বেষ্টিত রয়েছে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। এ কারণে সুন্দরবনে প্রতিবছর দেশি-বিদেশি পর্যটকের আগমন ঘটে।

সুন্দরবনের আকর্ষণীয় পর্যটন স্থান হলো—

১. করমজল, ২. কটকা, ৩. হিরণ পয়েন্ট ও ৪. দুবলার চর।

প্রশ্ন-১২০ জলাবন কোথায় দেখা যায়? জলাবনে জন্মায় এমন বৃক্ষের নাম লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: সিলেটের হাওড় অঞ্চলে এবং পাহাড়ি বনের নিচু জায়গাগুলোতে জলাবন দেখা যায়।

জলাবনে জন্মে এমন বৃক্ষ হলো— ১. হিজল; ২. করচ; ৩. পানিজাম; ৪. কদম ও ৫. কাঞ্জল।

প্রশ্ন-১২১ ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। এ বনে জন্মায় এমন কিছু বৃক্ষের নাম লেখো। ২+৪=৬

উত্তর: ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনের বৈশিষ্ট্য হলো—

১. শীতকালে এসব বনের গাছের পাতা ঝরে যায়।
২. এ বনের ৯৫% বৃক্ষই শাল বলে এর অপর নাম 'শালবন'।

ক্রান্তীয় পাতাঝরা বনে জন্মে এমন বৃক্ষ হলো—

১. শাল। ২. কড়ই। ৩. আমলকী ও ৪. হরীতকী।

প্রশ্ন-১২২ বাংলাদেশে মোট ভূমির কত শতাংশ বনভূমি? বনাঞ্চলের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ১+৫=৬

উত্তর: সরকারি হিসাবে বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ভূমির প্রায় ১৭ শতাংশ বনভূমি।

বনাঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ কারণ, ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সুন্দরবন ও উপকূলীয় বনভূমি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বনভূমি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে ও পরিবেশ নির্মল রাখে। পাশাপাশি, বনের গাছপালা বাড়িঘর ও আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। গাছপালা থেকে ফল, মধু, ঘরের ছাউনি, জ্বালানি ও ঔষধি উপকরণও পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-১২৩ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের মোট ভূমির কতটুকু বনভূমি প্রয়োজন? পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে আমাদের করণীয় লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের মোট ভূমির ২৫ শতাংশ বনভূমি প্রয়োজন।

পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আমাদের করণীয় হলো—

১. বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে বনভূমির পরিমাণ বাড়াতে হবে।
২. গাছ কেটে বন ধ্বংস করা বন্ধ করতে হবে।
৩. বন দখল করে শিল্প ও কৃষিকাজে ভূমির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
৪. জীব-জন্তুর অবাধে চলাচলের জন্য অভয়ারণ্য নিশ্চিত করতে হবে।
৫. সমুদ্র তীরবর্তী উপকূলীয় জেলাগুলোতে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে হবে।

প্রশ্ন-১২৪ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমির ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। *(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)* **৬**

উত্তর: পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বনভূমি অসামান্য ভূমিকা পালন করে। বনে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ নিরাপদে, নির্ভয়ে বিচরণ ও বসবাস করে। এসব প্রাণীকে আশ্রয় দিয়ে বনভূমি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বনভূমি জীববৈচিত্র্য রক্ষা করেও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে। কারণ জীববৈচিত্র্য নষ্ট হলে পরিবেশের ভারসাম্যও নষ্ট হয়ে যায়। বনভূমি ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করেও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। এছাড়াও বনভূমি মাটির ক্ষয়রোধ, পরিবেশের নির্মলতা রক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-১২৫ জাফলং কোন জেলায় অবস্থিত? উক্ত অঞ্চলে রয়েছে এরকম আরো কয়েকটি প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের নাম লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: জাফলং সিলেট জেলায় অবস্থিত।

জাফলং ছাড়াও সিলেট অঞ্চলের প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান হলো—

১. লালাখাল। ২. ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর। ৩. শ্রীমঙ্গল। ৪. বিছানাকান্দি। ৫. মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত।

প্রশ্ন-১২৬ বান্দরবান কোথায় অবস্থিত? এ স্থানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য লেখো। এখানে অবস্থিত দর্শনীয় স্থানের নাম লেখো। ১+২+৩=৬

উত্তর: বান্দরবান জেলা বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত।

বান্দরবানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো—

১. এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সবুজে ঢাকা পাহাড়।
২. এখানকার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পর্যটকদের নজর কাড়ে।

বান্দরবানে অবস্থিত দর্শনীয় স্থান হলো— ১. নীলগিরি; ২. চিম্বুক পাহাড় ও ৩. স্বর্ণমন্দির।

প্রশ্ন-১২৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের গুরুত্ব তুলে ধরো। ৬

উত্তর: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানের গুরুত্ব তুলে ধরা হলো—

১. বিভিন্ন প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানে প্রতিবছর দেশি-বিদেশি প্রচুর পর্যটকের সমাগম ঘটে।
২. এ খাতে দেশে বহু লোকের কর্মসংস্থান হয়।
৩. পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে অন্য ব্যবসা-বাণিজ্যও বিকাশ লাভ করে।
৪. পর্যটনের উন্নয়নের ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।
৫. পর্যটনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যায়ন ঘটে।
৬. পর্যটন স্থানগুলোর নয়নাভিরাম সৌন্দর্য মানুষকে পুলকিত করে।

প্রশ্ন-১২৮ পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুময় সৈকত বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত? এ জেলার জনপ্রিয় পর্যটন স্থানগুলোর নাম লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: পৃথিবীর দীর্ঘতম বালুময় সৈকত বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত।

কক্সবাজার জেলার জনপ্রিয় পর্যটন স্থানগুলো হলো—

১. কলাতলী বিচ; ২. হিমছড়ি বিচ; ৩. ইনানী বিচ; ৪. মহেশখালী ও ৫. সেন্টমার্টিন।

প্রশ্ন-১২৯ সিলেট অঞ্চলের জনপ্রিয় প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানগুলোর নাম লেখো। ৬

উত্তর: সিলেট অঞ্চলের জনপ্রিয় প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানগুলো হলো—

১. জাফলং। ২. ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর। ৩. শ্রীমঙ্গল। ৪. বিছানাকান্দি। ৫. রাতারগুল জলাবন ও ৬. মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-১৩০ সুন্দরবন কোথায় অবস্থিত? এ বন কেন সুন্দরবন নামে পরিচিত? পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয় এ বনের এমন কয়েকটি স্থানের নাম উল্লেখ করো। ১+১+৪=৬

উত্তর: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা জেলায় সুন্দরবন অবস্থিত। সুন্দরী বৃক্ষ বেশি হওয়ায় এ বন সুন্দরবন নামে পরিচিত।

পর্যটকদের নিকট সুন্দরবনের আকর্ষণীয় স্থান হলো—

১. করমজল; ২. কটকা; ৩. হিরণ পয়েন্ট ও ৪. দুবলার চর।

প্রশ্ন-১৩১ বান্দরবান কোথায় অবস্থিত? বান্দরবানের প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানগুলোর নাম লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: বান্দরবান বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে চট্টগ্রাম বিভাগে অবস্থিত। বান্দরবানের প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানগুলো হলো—

১. নীলগিরি।
২. চিম্বুক পাহাড়।
৩. শৈলপ্রপাত ঝরনা।
৪. বগা লেক ও
৫. কেওক্রাডাং।

প্রশ্ন-১৩২ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান সংরক্ষণে তুমি কীভাবে ভূমিকা রাখবে তা বর্ণনা করো। *(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)* ৬

উত্তর: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান সংরক্ষণে আমি যেসব উপায়ে ভূমিকা রাখব তা হলো— আমাদের দেশের প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানগুলোতে অনেক অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ করে সৌন্দর্য নষ্ট করা হয়। এ ধরনের স্থাপনা নির্মাণ যাতে বন্ধ করা হয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাবো। এছাড়া বিভিন্ন প্রাকৃতিক পর্যটন স্থানে বেড়াতে আসা পর্যটকরা যেখানে সেখানে ময়লা-আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণ করে। পর্যটকরা যেন এমনটি না করেন সেজন্য আমি সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করব কিংবা নিজে অন্যের আয়োজিত এ ধরনের কার্যক্রমে অংশ নেবো। পাশাপাশি প্রাকৃতিক পর্যটন স্থান সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিবারের সদস্য, সহপাঠী এবং সমাজের মানুষকে সচেতন করে তুলব।

ত্রয়োদশ অধ্যায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

প্রশ্ন-১৩৩ খনিজ সম্পদ কাকে বলে? বাংলাদেশে পাওয়া যায় এমন খনিজ সম্পদের নাম লেখো। কী কী কাজে খনিজ সম্পদ ব্যবহার করা হয়? ১+২+৩=৬

উত্তর: মাটির নিচে বা ভূগর্ভে থাকা প্রাকৃতিক উপাদানকে খনিজ সম্পদ বলে।

বাংলাদেশে নানা ধরনের খনিজ সম্পদ রয়েছে। প্রধান খনিজ সম্পদ হলো গ্যাস। এছাড়াও রয়েছে কয়লা, কঠিন শিলা, খনিজ তেল, আকরিক লৌহ, তামা, চুনাপাথর, নুড়িপাথর ইত্যাদি ।

খনিজ সম্পদ বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়, যেমন—

১. বিদ্যুৎ উৎপাদনে;
২. যন্ত্রপাতি তৈরিতে;
৩. শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ও সার উৎপাদনে।

প্রশ্ন-১৩৪ বনজ সম্পদ কী? এ সম্পদের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ১+৫=৬

উত্তর: বনজ সম্পদ হলো বনাঞ্চলে থাকা প্রাকৃতিক সম্পদ। যেমন: সেগুন, মেহগনি, শাল, গজারি, সুন্দরী, গেওয়া, গরান, লতাপাতা, ফলমূল, মোম, মধু, বন্যপ্রাণী ইত্যাদি।

বনজ সম্পদের গুরুত্ব হলো—

১. বনজ সম্পদ থেকে কাঠ পাওয়া যায়, যা দিয়ে ঘরবাড়ি তৈরি করা হয়।
২. বনজ সম্পদ থেকে মোম, মধু ও ফলমূল পাওয়া যায়, যা মানুষের খাবার ও জীবিকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
৩. জ্বালানি হিসেবে এবং আসবাবপত্র তৈরিতে বন থেকে পাওয়া কাঠ ব্যবহার করা হয়।
৪. বন বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল তৈরি করে, ফলে প্রাণীজ সম্পদ রক্ষা পায়।
৫. উপকূলীয় বনভূমি যেমন সুন্দরবন প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

প্রশ্ন-১৩৫ পানির প্রধান উৎস কী? পানি সম্পদ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে? এ সম্পদ কী কী কাজে ব্যবহার করা হয় লেখো। ১+২+৩=৬

উত্তর: পানির প্রধান উৎস হলো বৃষ্টি।

বর্তমানে পানি সম্পদ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষ করে অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং শিল্পায়নের ফলে নদী ও সমুদ্রের পানি দূষিত হচ্ছে।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজে পানি ব্যবহার করা হয়। যেমন—

১. পানি গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত হয়। যেমন- রান্না, পান করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।
২. কৃষিকাজে নদীর পানি ব্যবহার করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়, যা খাদ্য উৎপাদনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
৩. বিদ্যুৎ উৎপাদনে পানি ব্যবহৃত হয়, যা দেশের শিল্প, কৃষি ও দৈনন্দিন জীবনে বড়ো ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন-১৩৬ প্রাকৃতিক সম্পদ কী? প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরো। ১+৫=৬

উত্তর: প্রাকৃতিক সম্পদ হলো প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সেই সম্পদ, যা মানুষ সরাসরি বা সামান্য প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করে। প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা হলো—

১. খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ভান্ডার সীমিত, তাই সাশ্রয়ী ও পরিকল্পিত ব্যবহার জরুরি।
২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ প্রয়োজন। এই সম্পদ সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করলে বাংলাদেশের অর্থনীতির ব্যাপক উন্নতি সম্ভব।
৩. বেশিরভাগ শিল্পের কাঁচামাল প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে সংগ্রহ করা হয়, তাই এগুলো রক্ষা করা জরুরি।
৪. দারিদ্র্য দূরীকরণে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ অতি জরুরি। কারণ প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহারে জনগণের আয় বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্য কমে।
৫. দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমিকা রাখায় এর সংরক্ষণ প্রয়োজন। বিশেষ করে উপকূলীয় বনভূমি আমাদেরকে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে, তাই বন সংরক্ষণ জরুরি।

প্রশ্ন-১৩৭ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের উপায় লেখো। *(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)* ৬

উত্তর: আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় এসব সম্পদ অনেক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে বড়ো ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এজন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে নানা ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হবে। এসব উপায়ের মধ্যে রয়েছে—

১. প্রাকৃতিক সম্পদের পরিকল্পিত আহরণ নিশ্চিত করা।
২. প্রাকৃতিক সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া।
৩. পরিকল্পিতভাবে নগরায়ণ ও শিল্পায়ন করা, যাতে এগুলোর কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস না হয়।
৪. নদী ও সমুদ্র দূষণ কমানোতে ভূমিকা রাখা।
৫. গ্যাস, পানি ও খনিজ সম্পদের ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়া।
৬. প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

প্রশ্ন-১৪৭ একটি ব্যাংকের মূলধন কাদের সঞ্চিত টাকায় গড়ে ওঠে? ব্যাংকের প্রধান কাজগুলো লেখো। ২+৪=৬

উত্তর: ব্যাংকে ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঞ্চিত টাকায় পুঁজি বা মূলধন গড়ে ওঠে।

ব্যাংকের চারটি প্রধান কাজ হলো—

১. ব্যাংক মানুষের টাকা জমা রাখে এবং প্রয়োজনে উত্তোলন করার সুযোগ দেয়।
২. ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে টাকা ঋণ হিসেবে প্রদান করে।
৩. যারা ব্যাংকে টাকা জমা রাখে তাদেরকে ব্যাংক মুনাফা দেয়।
৪. যারা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে ব্যাংক তাদের নিকট থেকে সুদ আদায় করে।

প্রশ্ন-১৪৮ ব্যাংকে টাকা জমা করার ধাপগুলো বর্ণনা করো। ৬

উত্তর: ব্যাংকে টাকা জমা করার ধাপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো—

১. প্রথমে ব্যাংক থেকে জমা রশিদ সংগ্রহ করতে হবে;
২. জমা রশিদের নির্দিষ্ট স্থানে নিজের নাম লিখতে হবে;
৩. নির্দিষ্ট স্থানে একাউন্ট নম্বর এবং যে তারিখে টাকা জমা হবে সেই তারিখ লিখতে হবে;
৪. কত টাকা জমা করতে ইচ্ছুক সেই টাকার পরিমাণ লেখার পর নিজের নাম স্বাক্ষর করতে হবে;
৫. জমা রশিদসহ টাকা 'টাকা গ্রহণ' কাউন্টারে দিতে হবে;
৬. জমা হয়ে গেলে কাউন্টার থেকে অবশ্যই জমা রশিদের একটি কপি ফেরত নিতে হবে।

প্রশ্ন-১৪৯ চেক কী কাজে ব্যবহার করা হয়? চেকের মাধ্যমে কীভাবে টাকা উঠানো যায় সে সম্পর্কে লেখো। ১+৫=৬

উত্তর: চেক ব্যাংক থেকে টাকা উঠানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

চেকের মাধ্যমে টাকা উঠানোর উপায় হলো—

১. প্রথমে চেকের নির্দিষ্ট স্থানে নিজের নাম লিখতে হবে;
২. নির্দিষ্ট স্থানে ব্যাংকের একাউন্ট নম্বর লিখতে হবে;
৩. যে তারিখে টাকা উঠানো হবে সেই তারিখ লিখতে হবে;
৪. টাকার পরিমাণ লিখতে হবে এবং নিজের নাম স্বাক্ষর দিতে হবে;
৫. চেক 'টাকা প্রদান' কাউন্টারে জমা দিতে হবে এবং ব্যাংক টাকা প্রদান করবে।

ষোড়শ অধ্যায়) জরুরি পরিস্থিতি

প্রশ্ন-১৫০ জলোচ্ছ্বাস কেন হয়? এ দুর্যোগের ফলে কী ধরনের ক্ষতি হয়? ২+৪=৬

উত্তর: সাধারণত ঘূর্ণিঝড়ের প্রবল বাতাস, নিম্নচাপ ও চাঁদের আকর্ষণ শক্তি অর্থাৎ জোয়ার ভাটার কারণে জলোচ্ছ্বাস হয়।

জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে যেসব ক্ষতি হয় তা হলো—

১. উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হয়।
২. মানুষ ও গবাদি পশু মারা যায়।
৩. ঘর-বাড়ি, ফসল ও পশু সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়।
৪. নদী ও সমুদ্রের লবণাক্ত পানি কৃষিজমিতে প্রবেশ করে ফসল উৎপাদন ব্যাহত করে।

প্রশ্ন-১৫১ বাংলাদেশে জলোচ্ছ্বাস কখন এবং কোথায় দেখা যায়? দুর্যোগটির ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে জলোচ্ছ্বাস হয় এবং এটি আমাদের দেশের উপকূলীয় এলাকায় দেখা যায়।

জলোচ্ছ্বাসের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো হলো—

১. রেডিয়োর মাধ্যমে নিয়মিত জলোচ্ছ্বাসের পূর্বাভাস শোনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২. গবাদি পশুগুলোকে নিকটস্থ উঁচু বাঁধে নিয়ে যাওয়া।
৩. গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রী পলিথিন ব্যাগে ভরে ঘরের মেঝেতে গর্ত করে পুঁতে রাখা; টিউবওয়েলের উপরের অংশ খুলে পাইপের খোলা মুখটি পলিথিন দিয়ে বেঁধে রাখা।
৪. প্রাথমিক চিকিৎসার একটি বাক্স, দলিলপত্র, টাকাপয়সা ও কিছু শুকনো খাবার পলিথিনে মুড়ে নিজের কাছে রাখা।

প্রশ্ন-১৫২ জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এলাকায় দুর্যোগ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমগুলো বর্ণনা করো। ৩+৩=৬

(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-২)

উত্তর: জলোচ্ছ্বাসপ্রবণ এলাকায় জনজীবন নিরাপদ রাখার জন্য দুর্যোগ পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সময়ে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো নানা ধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করে। দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে এসব সংস্থার পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে—

১. ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের নেতৃত্বে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি' গঠন করা।
২. স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করা ও দুর্যোগের সতর্ক বার্তা দেওয়া।
৩. আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে সহায়তা করা।

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাগুলোর পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—

১. ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো মেরামত করা।
২. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সহায়তা করা।
৩. জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।

প্রশ্ন-১৫৩ বজ্রপাত কোন ধরনের দুর্যোগ? বজ্রপাত সম্পর্কে বর্ণনা করো। ১+৫=৬

উত্তর: বজ্রপাত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

বর্ষা মৌসুমে বজ্রপাত হয়। বজ্রপাতে আকাশে আলোর ঝলকানি দেখা যায় এবং বিকট শব্দ হয়। বজ্রপাতের আঘাতের ফলে মানুষ ও পশুপাখি হতাহত হয়, গাছপালা পুড়ে যায়, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বজ্রপাতে বাংলাদেশে মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। বজ্রপাতে মৃত্যুর একটি বড়ো কারণ হচ্ছে জনসচেতনতার অভাব।

প্রশ্ন-১৫৪ বজ্রপাতের সময় তুমি কী কী করবে? ৬

(বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন-১)

উত্তর: বজ্রপাতের সময় আমি—

১. খোলা জায়গায় কোনো বড়ো গাছের নিচে আশ্রয় নেবো না। গাছ থেকে কমপক্ষে ৪ মিটার দূরে থাকব;
২. মোবাইল ফোন বন্ধ রাখব;
৩. নৌকায় থাকলে নিচু হয়ে নৌকার পাটাতনে যথাসাধ্য কম স্পর্শ রেখে অবস্থান নেবো;
৪. সম্ভব হলে ঘরের ভিতর আশ্রয় নেবো;
৫. বৈদ্যুতিক তার বা খুঁটি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখব;
৬. যথাযথ বজ্রনিরোধক দণ্ড ব্যবহার করব।

প্রশ্ন-১৫৫ জরুরি সেবার জন্য কোন সংকেত যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়? জরুরি পরিস্থিতিতে আমরা কোথা থেকে সহায়তা নিতে পারি? দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত একজন ব্যক্তিকে সেবা প্রদান করে এমন সংস্থার নাম ও যোগাযোগের নাম্বার লেখো। ১+১+৪=৬

উত্তর: জরুরি সেবার জন্য রেডিয়ো সংকেত যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে আমরা সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে সহায়তা নিতে পারি। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে জরুরি সেবা প্রদান করে এমন সংস্থার নাম ও তাদের সাথে যোগাযোগের ফোন নাম্বার হলো—

১. দুর্যোগের আগাম বার্তা— ফোন নাম্বার ১০৯০।
২. জরুরি সেবা— ফোন নাম্বার ৯৯৯।
৩. ফায়ার সার্ভিস হেল্প ডেস্ক— ফোন নাম্বার ১৬১৬৩।
৪. সরকারি তথ্য ও সেবা— ফোন নাম্বার ৩৩৩।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd

সুপার সাজেশন

পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— পরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন— **অধ্যায় ১:** ১, ২, ৪, ৭; **অধ্যায় ২:** ৯, ১২, ১৩, ১৫, ১৭; **অধ্যায় ৩:** ২০, ২২, ২৪, ২৭, ৩০; **অধ্যায় ৪:** ৩৩, ৩৬, ৩৭; **অধ্যায় ৫:** ৪১, ৪৪, ৪৭, ৫০, ৫৬, ৫৭; **অধ্যায় ৬:** ৫৯, ৬৫, ৬৬, ৭১; **অধ্যায় ৭:** ৭২, ৭৩, ৭৬, ৭৯; **অধ্যায় ৮:** ৮১, ৮৩, ৮৫, ৮৬; **অধ্যায় ৯:** ৮৯, ৯২, ৯৪, ৯৭, ৯৯; **অধ্যায় ১০:** ১০০, ১০২, ১০৪, ১০৭; **অধ্যায় ১১:** ১০৮, ১১১, ১১৩; **অধ্যায় ১২:** ১১৫, ১১৬, ১২২, ১২৪, ১২৬, ১৩২; **অধ্যায় ১৩:** ১৩৩, ১৩৫, ১৩৭; **অধ্যায় ১৪:** ১৩৮, ১৪১, ১৪৪; **অধ্যায় ১৫:** ১৪৫, ১৪৬, ১৪৯; **অধ্যায় ১৬:** ১৫০, ১৫১, ১৫৩।

নিজেকে যাচাই করি: বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন

বৃত্তি পরীক্ষায় সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে প্রতিটি প্রশ্নের ধরনে পূর্ণ নম্বর পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধরন ৪-এ তোমার প্রস্তুতি কেমন হলো তা যাচাইয়ের জন্য এখানে বিভিন্ন অধ্যায়ের সমন্বয়ে ৫ সেট প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। তুমি নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে 'উত্তরমালা'র সঙ্গে মিলিয়ে দেখো। যদি সবগুলোর উত্তর সঠিক না হয় তাহলে পূর্বের অংশটি পুনরায় অনুশীলন করো।

সেট ১ বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন: ৪টি *(সবগুলোর উত্তর দিতে হবে)* ৬×৪ = ২৪

১. জলবায়ু পরিবর্তন রোধে করণীয় সম্পর্কে লেখো। ৬

২. সমতাভিত্তিক শিখন পরিবেশ কাকে বলে? এ ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির পাঁচটি ক্ষেত্র লেখো। ১+৫=৬

৩. গারো সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক বলা হয় কেন? এ নৃগোষ্ঠীর খাবার, পোশাক ও উৎসব সম্পর্কে চারটি বাক্য লেখো। ২+৪=৬

৪. মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনে ভূমিকা রেখেছিল এমন ছয়টি ঘটনা লেখো। ৬

সেট ২ বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন: ৪টি *(সবগুলোর উত্তর দিতে হবে)* ৬×৪ = ২৪

১. তোমার পাঠ্যবইয়ে আলোচিত ইতিহাসে স্মরণীয় নেতাদের জীবনী থেকে যে আদর্শ তুমি গ্রহণ করবে তা বর্ণনা করো। ৬

২. বাংলাদেশের নরসিংদী জেলায় কোন প্রাচীন নিদর্শন অবস্থিত? নিদর্শনটির বিবরণ দাও। ১+৫=৬

৩. দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশের প্রধান ভাষা দুইটি? ভাষাগুলো কী কী? দেশটির মানুষের খাদ্যাভ্যাসের ধরন বর্ণনা করো। ১+২+৩=৬

৪. নাগরিক অধিকার কী? একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি তোমার করণীয় লেখো। ১+৫=৬

সেট ৩ বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন: ৪টি *(সবগুলোর উত্তর দিতে হবে)* ৬×৪ = ২৪

১. সার্ক গঠনের উদ্দেশ্যগুলো লেখো। ৬

২. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের সাথে কীভাবে পরমতসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করবে? বর্ণনা করো। ৬

৩. বাংলাদেশে নৌপথ কীভাবে গঠিত হয়েছে? এদেশের নৌপথ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ২+৪=৬

৪. ক্রান্তীয় চিরসবুজ বন কোথায় অবস্থিত? এ বনের বৈশিষ্ট্য লেখো। এ বনে জন্মায় এমন কিছু বৃক্ষের নাম লেখো। ১+২+৩=৬

সেট ৪ বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন: ৪টি *(সবগুলোর উত্তর দিতে হবে)* ৬×৪ = ২৪

১. বনজ সম্পদ কী? এ সম্পদের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ১+৫=৬

২. ব্যক্তিগত বাজেট বলতে কী বোঝায়? এ ধরনের বাজেটের সুবিধাগুলো বর্ণনা করো। ২+৪=৬

৩. দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা কী? এ ধরনের সমস্যাগ্রস্তদের প্রয়োজন হয় এমন বিষয়গুলোর একটি তালিকা তৈরি করো। ১+৫=৬

৪. শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস কবে? দিবসটি পালন করা হয় কেন? তোমার মতে বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করার উপায় লেখো। ১+১+৪=৬

সেট ৫ বিস্তৃত উত্তর প্রশ্ন: ৪টি *(সবগুলোর উত্তর দিতে হবে)* ৬×৪ = ২৪

১. জলবায়ু কাকে বলে? তোমার এলাকার জলবায়ু পরিবর্তন রোধে ও পরিবেশ সংরক্ষণে তোমার চারটি করণীয় লেখো। ২+৪=৬

২. বাংলাদেশে জলোচ্ছ্বাস কখন এবং কোথায় দেখা যায়? দুর্যোগটির ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো লেখো। ১+১+৪=৬

৩. বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের সংস্কৃতির মিল-অমিল তুলে ধরো। ৩+৩=৬

৪. GPS-এর পূর্ণরূপ কী? জিপিএস-এর ব্যবহার লেখো। ১+৫=৬

উত্তরমালা: নিজেকে যাচাই করি

সেট ১ ১) অধ্যায় ১; বিস্তৃত প্রশ্ন ৭ নং দেখো। ২) অধ্যায় ২; বিস্তৃত প্রশ্ন ১৭ নং দেখো। ৩) অধ্যায় ৩; বিস্তৃত প্রশ্ন ২০ নং দেখো। ৪) অধ্যায় ৫; বিস্তৃত প্রশ্ন ৪২ নং দেখো।

সেট ২ ১) অধ্যায় ৪; বিস্তৃত প্রশ্ন ৩৯ নং দেখো। ২) অধ্যায় ৬; বিস্তৃত প্রশ্ন ৬৩ নং দেখো। ৩) অধ্যায় ৭; বিস্তৃত প্রশ্ন ৭৬ নং দেখো। ৪) অধ্যায় ৯; বিস্তৃত প্রশ্ন ৮৯ নং দেখো।

সেট ৩ ১) অধ্যায় ৮; বিস্তৃত প্রশ্ন ৮৩ নং দেখো। ২) অধ্যায় ১০; বিস্তৃত প্রশ্ন ১০১ নং দেখো। ৩) অধ্যায় ১১; বিস্তৃত প্রশ্ন ১০৯ নং দেখো। ৪) অধ্যায় ১২; বিস্তৃত প্রশ্ন ১১৫ নং দেখো।

সেট ৪ ১) অধ্যায় ১৩; বিস্তৃত প্রশ্ন ১৩৪ নং দেখো। ২) অধ্যায় ১৪; বিস্তৃত প্রশ্ন ১৪৫ নং দেখো। ৩) অধ্যায় ২; বিস্তৃত প্রশ্ন ১০ নং দেখো। ৪) অধ্যায় ৫; বিস্তৃত প্রশ্ন ৫৩ নং দেখো।

সেট ৫ অধ্যায় ১; বিস্তৃত প্রশ্ন ২ নং দেখো। ২) অধ্যায় ১৬; বিস্তৃত প্রশ্ন ১৫১ নং দেখো। ৩) অধ্যায় ৭; বিস্তৃত প্রশ্ন ৭৩ নং দেখো। ৪) অধ্যায় ১১; বিস্তৃত প্রশ্ন ১১৩ নং দেখো।

Visit Our Website: all.talukdaracademy.com.bd